নূতন বাঙ্গালী

(তৃতীয়াঙ্ক নাটক)

প্রকাশক

শ্রীমণিলাল চট্টোপাধ্যায়।

নূতন বাঙ্গালী

(তৃতীয়াঙ্ক নাটক)

প্রকাশক

শ্রীমণিলাল চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা,

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক মেসিন প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

পরিচয়

—*—

৩১শে আশ্বিন ১৩১৩ সালে এই পুস্তিকাখানি আমি সম্পূর্ণ করি। কিন্তু তাহার পর দুই বৎসর গিয়াছে, আজিও এখানিকে প্রকাশযোগ্য করিয়া উঠিতে পারি নাই। সময়ের সহিত সকলেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাই আর ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে স্থির করিয়া এক্ষণে প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি। পুস্তকের মধ্যে অবশ্যই কিছু নাই, যাহা কিছু আছে, তাহা ভারতের আকাশে মেঘমধ্যে লুক্কায়িত আছে; শিক্ষিত পাঠক তাহার ছায়ামাত্র এই পুস্তকে পাইবেন, এই ভরসায় এতদিনের পর ইহার প্রকাশ করিতেছি। ইতি—

৩০শে আশ্বিন,
১৩১৫ সাল।

লেখক।

উৎসর্গ

বন্দে মাতরম্।

কেবলমাত্র

শিক্ষিত বাঙ্গালীর হস্তে

আন্তরিক

প্রীতির সহিত

এই

ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি

সাদরে

সমর্পিত হইল।

পুরুষ।

রাজেন্দ্রনাথ	...	মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী।
মনোজ্ঞ	...	ঐ পুত্র এম, এ, বি, এল।
নীহার	...	ঐ বন্ধু এম, এ, ও প্রতিবেশী ধনীপুত্র।
কেশব	...	ঐ বন্ধু বি, এ।
দয়াল	...	ঐ ঐ
হুসেন	...	ঐ এম, এ ও নবাবপুত্র।
যদু বাবু	...	কলেজের প্রফেসার।
মিঃ ব্র্যাটান	...	জনৈক পুলিস ইনেস্পেক্টার।
মিঃ হিউম	...	জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী।
শিশু	...	মনোজ্ঞের পুত্র।

ছাত্র ও দোকানদারগণ, সিগারেটওয়ালা, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, ব্যারিষ্টার ও জুরীগণ, মাড়োয়ারিগণ, গোরা-সৈনিকত্রয়, সার্জ্জেন, কনেষ্টবলগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

ভবতারা	...	রাজেন্দ্রনাথের স্ত্রী।
স্বর্ণলতা	...	ঐ কন্যা।
কুসুম	...	মনোজ্ঞের স্ত্রী।
অনঙ্গ	...	নীহারের স্ত্রী।
মেহের	...	নবাবকন্যা, হুসেনের ভগিনি।
আই মা	...	ঐ ধাত্রীমাতা।

মাড়োয়ারি-রমণীগণ, সখিগণ, দাসী, নীহারের মাতা প্রভৃতি।

প্রস্তাবনা

দৃশ্য—পর্ব্বতশিখর, উষাকাল, দূরে নব তপনবিভা,
নব আলোকে মণ্ডিতা রমণীগণ ।

(গীত)

এত দিনে বঙ্গে বুঝি দুঃখ নিশি দূরে যায় ।
নবীন তপন-প্রভা ঐ যে প্রকাশ পায় ॥
নব বল নব বীর্য্য নব তেজ নব শৌর্য্য ।
নবীন উৎসাহে ভাসি নূতন বাঙ্গালী ধায় ॥
গিয়াছে সে জড়ময় ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর প্রাণ,
শিখেছে সে স্বার্থত্যাগ মহত্ত্ব জাতীত্ব মান,
নব ভাষা নব শিক্ষা নব আশা নব দীক্ষা
নবীন আলোকে বঙ্গ নব বেশে শোভা পায় ॥
বিস্ময় স্ফুরিত আঁখি জগত মোহিত হয়ে,
নূতন বাঙ্গালী প্রতি শত নেত্রে আছে চেয়ে ;
নব জ্ঞান নব ভক্তি নব যোগ নব শক্তি
উচ্চ হতে উচ্চতরে নব প্রাণ লয়ে যায়,
ঐ দেখ বঙ্গে এবে দুঃখনিশি দূরে যায় ॥

নূতন বাঙ্গালী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ—বিপণিশ্রেণী।

বাঙ্গাল ক্রেতা ও দোকানদার।

ক্রেতা। (দোকানদারের প্রতি) ঠিক করিয়ে বলিয়ে দ্যান, এটী বিলাতী না; মূল্যই বা কত ?

দো-দা। না মশায় না, বিলাতী না, দিশী দিশী; এই নাগপুরের মিল থেকে আনান হয়েছে। আর কি আমরা বিলাতী জিনিস রাখি মশায় ?

ক্রে। তা ঠিক বল্‌চেন,—মূল্য ?

দো। দাম মশায় দু টাকা দু আনা, কম হবে না। এক আনায় কেনা, আর এক আনা লাভ। বাজার ছাড়া দর দিব মশায়।

ক্রে। ইস, মূল্য যে অধিক বলেন, আর জিনিসটার উপরও মোর সন্দেহ হচ্চে, বিলাতী না,—

(তিন জন ছাত্রের প্রবেশ)

১ম ছা। (দোকানদারের প্রতি) কি বাবা, বাঙ্গাল দেখে বিলাতী মাল পাচার কচ্চ না কি ?

২য় ছা। (দোকানদারের প্রতি) আপনি কি এই জোড়াকে দিশী বলেন না কি ?

দো। (ক্রেতার প্রতি) আপনার না নিতে হয়, আপনি অন্যত্র দেখুন না মশায়, তিন টাকার মাল পাঁচ সিকায় বিক্রয় হয় না ; এ রঙ্গপুর নয়।

ক্রেতা। (দোকানদারের প্রতি) মূল্যের লাগিয়া কি হইল মশায় ; আমি দিশী বস্ত্র চাই, আপনি বলেন এই দিশী !

৩য় ছা। (ক্রেতার প্রতি) আসুন মশাই, আপনাকে আমি দিশী কাপড় কিনে দিচ্ছি। (দোকানদারের প্রতি) এত জুয়াচুরী কর্‌বেন না, সবাই মিলে চেষ্টা না কর্‌লে এ মঙ্গল ব্রত সাধন হতে পারে না। দিশী জিনিসের কাট্‌তী হলে সঙ্গে সঙ্গে আপনারো মঙ্গল হবে, তা বুঝ্‌চেন না, ছিঃ! (ক্রেতার প্রতি) আসুন মশায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপর কতিপয় ছাত্রের প্রবেশ)

১ম ছা। "বন্দে মাতরম্‌" দাও বিলাতী কাপড় জ্বালিয়ে দাও। "বন্দে মাতরম্‌"।

(দিয়েশালাই জ্বালিয়া অগ্নিযোগ)

দো। সর্ব্বনাশ হ'ল, ও বাবা, সর্ব্বনাশ হ'ল, পাহারাওয়ালা, পাহারা-ওয়ালা !

জনৈক ছা। "বন্দে মাতরম্" ব্যাটা বিলাতী কাপড় নিয়ে ঠকাতে বসেছে, আরো ঠকাও, ভাই সব বল "বন্দে মাতরম্।"

দো। ও বাবারা, আমার অনেক দিশী মাল এই সঙ্গে পুড়ে যাচ্ছে বাবা, বিলাতী দু এক জোড়া আছে বাবা, তোরা নিবো বাবা, নইলে আমি সর্ব্বস্বান্ত হব বাবা, ও বাবা,এ কি হ'ল গো! (বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া) পুলিস—পুলিস, ঝট করে আও, ইহাঁ আগ লাগা দিয়া।

১ম ছা। (পার্শ্বস্থ সিগারেট-দোকানদারের প্রতি) এই সিগারেট-ওয়ালা, তুই এখনো বিলাতী সিগারেট রেখেছিস? "বন্দে মাতরম্।"

(সিগারেট তুলিয়া লইয়া পদতলে দলন)

সি-ওলা। ক্যা ইয়ারকি পায়া হ্যা, ছুরি মারেগা। আও শালা লোগ, দেখে কোন্ আতা হ্যায়। পয়সা দেও, তব্ দুস্‌রা বাত।

২য় ছা। (ছাত্রগণের প্রতি) এই ও তোমরা এখন "হট হেডেড" হয়ে পড়ছ কেন, মাথা "কুল" রাখো, চলো সরে পড়া যাক, পুলিস আস্‌ছে।

সকলে। "বন্দে মাতরম্।"

[সকল ছাত্রগণের প্রস্থান।

সি-ওলা। আরে তেরি বাঙ্গালি কি দুম। হাতসে ছিনতে তো মালুম হোৎ কি তু ক্যাসা মরদ হ্যায়। ইঃ, আগি তো বড়া বাড় গিয়া।

(মনোজের প্রবেশ)

মনো। ইস্ এ যে ভয়ানক আগুন লেগে গ্যাছে, কি করে লাগ্‌ল? জল নিয়ে আয়—জল নিয়ে আয়।

দো। তোমরাই বাবা সাপ হয়ে কামড়েচ, এখন রোজা হয়ে ঝাড় বাবা। কিন্তু আমি ত গিছি বাবা, অসাড় হয়ে পড়েছি। ছেলে মেয়েরা পথ চেয়ে বসে আছে, বাবা দোকান করে খাবার নিয়ে আস্‌বে, সে খাবার তাদের পুড়ছে বাবা।

মনো। মশায়, অমন অধীর হবেন না। আগুন এখনি নিব্বিয়ে ফেলা যাচ্ছে। আর তা ছাড়া যা পুড়ে যাবে, তার খেসারতও ধরে দেওয়া যাবে।

সি-ওলা। (মনোজের প্রতি) বাবু সাহেব, বাবুলোক হামারা সিগারেট ভি বহুৎ নুকসান কর গিয়া।

মনো। আচ্ছা, তারো দাম তুমি পাবে, এখন জল ঢেলে এই আগুনটা নিবিয়ে ফেলো।

সি-ওলা। ইয়ে হাম লোক আভি বুতা দেতা হায় বাবুজি।

দো। আর বুতাবি কি রে আমার প্রাণও যে বুতে আস্‌ছে।

(ইনেস্পেক্টর মিঃ র‍্যাটান ও কনষ্টেবলগণের প্রবেশ)

দো। (পুলিসের প্রতি) দোহাই তোমাদের বাবা, যত সব শালার ছেলেরা আমার এই সর্ব্বনাশ করে গেছে বাবা দোহাই তোমাদের বাবা! ও মা, আমার এ কি সর্ব্বনাশ হল গো! (ক্রন্দন)

সি-ওলা। ইনস্পেক্টর সাহেব, লওণ্ডা লোক হামারা ভি বহুত নুকসান কর গেয়া হায়।

ইন। জল দেও, জল দেও (জনৈক কনষ্টেবলের প্রতি মনোজকে দেখাইয়া) ইয়ে বাবুকো পাকৃড়ো।

(কনষ্টেবলের তথাকরণ)

মনো। আমাকে, কেন ?

ইন। কেন বুঝটে পারবে, আভি very busy with water damn.

মনো। Just shut up please, you should not call me names. Take me where you like.

ইন। Pathetic ? A very nice Babu indeed. You দোকান-দার, ইয়ে বাবু ভি আগ লাগায়া ডিয়া থা।

দো। ও বাবা, আমি কিছু চিন্‌তে পারব না বাবা, অমন ছোট বড় মাঝারি অনেক রকম বাবু ছিল বাবা, তারাই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বাবা। ও ও (মনোজের প্রতি) মশায়, দাম দিবার কথাটী কি সত্য ?

মনো। কেন, দাম না দিলে কি ধরিয়ে দিবে না কি ? ছিঃ— ইনস্পেক্টার সাহেব, ও তো চিন্‌তে পারচে না– এখনো কি হাজির থাকৃতে হবে না কি ?

ইন। Damn the Devil ! টুমি একে চিণ্টে পারছো ? (দোকান-দারকে রুলের গুঁতা প্রহার)

দো। চিনেছি বাবা, চিনেছি বাবা, (মনোজের প্রতি) তোমার দগাবাজী বুঝেছি বাবা, (ইনস্পেক্টরের প্রতি) এরাও ছিল বৈ কি বাবা।

ইন। (কনষ্টেবলের প্রতি) Handcuff লাগাও, থানেমে লে চলো।

সি-ওলা। (দোঃ প্রতি) আঃ, তেরি বাঙ্গালী কি, ইয়ে বাবু কাঁহা রহা রে, ঝুট্টা কঁহিকে।

মনো। (সিগারেটওলার প্রতি) তোমার কত সিগারেট লোকসান হয়েছে ?

সি-ওলা। পেরায় একটাকার হবে বাবু।

মনো। এই নাও, (টাকা দিয়া) আর যা বাঁচ্‌বে, আমাদের লোক আস্‌বে, হিসেব করে তাকে ফেরত দিও। আসুন ইন্‌স্পেক্টার সাহেব।

[ইনস্পেক্টর, মনোজ ও কনষ্টেবলগণের প্রস্থান।

দো। অ্যাঁ, অ্যাঁ, শালার ব্যাটা শালারা আগুন লাগিয়ে দিয়ে গ্যালো, টাকা-কড়ি কিছুই দিলে না ?

সি ওলা। দেখ, ঝুট বাতসে কভি নেহি আচ্ছা হোতা।

দো। বাবুই বা কোন টাকা দেবার কথা সত্যি করে বলেছিল বাবা, আর আমি মিথ্যেই বা কোথায় বল্‌লেম, আমি আর এই বাবু ছিল বলিনি, আমি বলেছি, এই বাবুরাও ছিল, এর মিথ্যে কোন্‌-খানটা ?

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

লোক। ছিঃ! তোমার মত লোকের জন্যই বাঙ্গালীর মিথ্যাবাদী কলঙ্ক। তোমার কথাতেই লোকটীকে ধরে নিয়ে গ্যালো, আর তুমি বলছ কি না মিথ্যা কোথায় বল্‌লেম। মিথ্যা বলায় তোমার দোকানে আগুন লেগেছিল, মিথ্যা বলায় তোমার হাতের টাকা গেল। এখন বুঝ্‌তে পারছ, মাড়ওয়ারীরা ফিরি কর্ত্তে আরম্ভ করে শেষে কেন লক্ষপতি হয় ? যিনি সত্যকে আশ্রয় করেন, লক্ষ্মী তাঁকেই আশ্রয় করেন। এই লোকটী সামান্য দোকানদার, বড় জোর এর দশটাকা মাত্র পুঁজী, এ সেই দশটী টাকার মধ্যে একটী টাকার জন্যও মিথ্যা বল্‌তে রাজী হয় নাই, আর তুমি অনা-

য়াসে বিনা লাভে মিথ্যা কথা বল্‌লে আর এখন যুক্তি দ্বারা সেই মিথ্যাকে শোধন করে নিচ্ছ। হা ঈশ্বর, কত দিনে এ দেশের মিথ্যাবাদী-বংশ নির্ব্বংশ হবে?

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথের অপর পার্শ্ব।

বিপণিশ্রেণী—ছাত্র ও দোকানদারগণ।

১ম ছা। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওই হে, পুলিস বুঝি ঐ লোক-টাকে ধরেছে হে।

২য় ছা। কেন, সেই দোকানে আগুন দেবার জন্য না কি?

১ জন দো। কেন মশায়, পুলিস ওই ভদ্র লোকটীকে হাতকড়া দিয়ে আন্‌চে মশায়?

৩য় ছাত্র। একটী বাঙ্গালকে একজন দোকানদার ঠকিয়ে বিলাতী কাপড় বিক্রী কর্‌ছিল, তাই তার দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিস বোধ হয়, সেই জন্যই ওকে ধরে থাক্‌বে।

২য় দো। উনি ত আর একলা ছিলেন না মশায়, ওঁকে সনাক্ত কর্‌লে কে?

৩য় ছা। বোধ হয় দোকানদারই করে থাক্‌বে।

১ম দো। এস ভাই সব, বাবুটীকে ছিনিয়ে নেওয়া যাক। চারটে

কনেষ্টবল বৈ ত নয়? আমরা এই এত লোক, আমরা কজনে আর ছিনিয়ে নিতে পারব না? খুব পারব।

৩য় দো। উচিত মশায় উচিত, নইলে "বন্দে মাতরম্" নাম আর কেউ নেবে না।

(মনোজকে লইয়া ৪জন কনষ্টেবল ও ইনস্পেক্টরের প্রবেশ)

দো সকলে। "বন্দে মাতরম্" (মারামারির উদ্যোগ)

ইন। হট যাও সুয়ার লোক, হঠ যাও উল্লু লোক, Damn the Devil হঠ যাও। (চাবুক ঘুরাইয়া প্রহার)

২য় দো। (চাবুক খাইয়া) তবে রে শালা, দেখ তোর ইনস্পেক্টার-গিরী পেটের ভেতর দে বার করে দি! মার শালার সাহেবকে মার— মার!

ইন। এই য়ো এই য়ো (চাবুক ঘুরাইতে ঘুরাইতে দৌড়)

মনো। কচ্ছ কি, কচ্ছ কি, তোমরা কার সঙ্গে মারামারি কচ্ছ, প্রজা হয়ে রাজার সঙ্গে মারামারি? পুলিস তো রাজার চাকর মাত্র, প্রজার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাজটী তো অন্যায় হয়েছে, তার জন্যে তো দোষীকে শাস্তি দেওয়া চাই। যদি এর প্রতীকার না করবে, তবে ত দুষ্ট লোকে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমি নির্দ্দোষী. তা দোকানদার আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, তবে তো এরা ধরেছে। শেষে কিন্তু দেখো, ইংরেজ-রাজত্বে সত্যেরই মর্য্যাদা রক্ষিত হবে, বিচারে আমি নিশ্চিত খালাস পাবো। তোমরা নিজের নিজের কাজ করো; সরকারী কাজে বাধা দিও না। দোকানদার যখন আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, আমাকে ধরাই তখন পুলিসের কর্ত্তব্য। তোমাদের কর্ত্তব্য নিজে-নিজে স্বদেশী জিনিস [illegible]

করা। (দোকানদারদের প্রতি) যাও তোমরা দোকানে যাও, (কনষ্টেবলের প্রতি) এস আমরা থানায় যাই।

১ম কন। চলিয়ে বাবু সাহেব চলিয়ে। আপকা কুছ নেহি হোগা, লেকেন ইন লোগোঁকো সব পাকড়ানা চাহি।

৩য় দো। আর পাকড়ে কাজ নি বাবা, অম্নি বেঁচে থাক যদি পার! শর্ষে-ফুল দেখিয়ে দিতুম বাবা, ফস্কে গ্যালে।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় দৃশ্য।

নীহার—শয্যায় শায়িত।

অনঙ্গ। (বেগে আসিয়া) ও মা, সর্ব্বনাশটা করেছ, এরি মধ্যে শুয়ে পড়েছ, সেই কাপড়ে। তাড়াতাড়ি আমি দৌড়ে আস্‌ছি, তা আর বুঝি তস্‌সইল না? আর আমি পারি নি বাবু, ইচ্ছে হয়, এইখানে মাথা খুঁড়ে মরি।

নীহার। এ আবার কে পাগলের সাঁকো নেড়ে দিয়েছে রে, কি হয়েছে অনি?

অন। কি আর হবে, অনির পিণ্ডি চটকান হয়েছে। আমার কান্না পাচ্ছে যে গা।

নী। বালাই, অমন কথা বলো না! তোমার জন্যে ষষ্ঠী পূজো দিয়ে এলাম আমি, আর তুমি কি না এমন অকল্যাণের কথা বলছ?

অ। ছাই, মরণ কি আর হবে সহজে, তা হলে আর এত দুর্গতি ভোগ কে কর্‌বে বল ?

নী। (উঠিয়া বসিয়া) আচ্ছা, তুমি ত দেখ্‌ছি বেজায় রুক্‌ছ। দুর্গতির রকমখানা কি বল দেখি শুনি।

অ। সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে বেড়িয়ে আসা হয়েছে তো, হাত ধরাধরি করে, গলাগলি করে, একপ্রাণ হয়ে বেড়িয়ে আসা হয়েছে। তার পর কাপড় ছাড়া নেই, গঙ্গাজল স্পর্শ করা নেই, একেবারে বিছানায় হাজির, এখন মর শালি তুই মর।

নী। ও বাবা, বাঁচলেম, এই কথা, এরি জন্যে এত হাত-পা ছোড়া ? তা বলে দিলেই ত পার, আমি না হয় তোমার বিছানায় আর নাই উঠ্‌ব, বাইরে বাইরেই রাত কাটাব।

অ। ওই কথার কি এই উত্তর ? আচ্ছা বলি, তোমার কি ছাই একটু ঘেন্না পিত্তিও করে না ? শোর খায়, গরু খায়, মুরগী খায়, রসুন খায়, লোকে কথায় বলে, আয়মাদারের জাত ; খাবার বিচার নেই, এঁটোর বিচার নেই, তাদের সঙ্গে গলাগলি করে এসে একেবারে বিছানায়!

নী। কিছুতেই আমি তোমাকে বুঝিয়ে পাল্লেম না। মুসলমানে শোর খায়, এ কথা তোমায় কে বল্লে ?

অ। শোর খায় না ? গরু খায় তো!

নী। খায়, তাতে হয়েছে কি ? মুসলমান কি মানুষ নয় ? দেখ, বিস্তর পুণ্য কল্লে মানুষ পৃথিবীর রাজা হয়, রাজা নরদেবতা ; ঈশ্বর-জানিত ব্যক্তি নহিলে রাজত্ব পায় না। যার সঙ্গে আমি বেড়াই, তার বাপ-পিতামো নবাব ছিল, ইংরেজদের পূর্ব্বে এই দেশ তারাই শাসিত কর্ত্তো। মুসলমানের বাদশাহ আক-

বরকে লোকে জগদীশ্বরের তুল্য বলে স্বীকার করে থাকে, জান?

অ। তা মানুষ হবে না কেন, মানুষ নয় কে বল্‌ছে। কিন্তু সব মানুষই কি সমান, হিন্দু মুসলমান কি সমান? বামুন শূদ্র কি সমান?

নি। আমি কি বল্‌ছি সমান? হিন্দু মুসলমান, বামুন শূদ্র সমান হবে কেন? তবে মানুষ তো সব সমান। এই ধরো, যত সব পোড়ো—ছাত্র আছে, সবাই কি এক পড়া পড়ে, কেউ স্কুলে ইংরাজী পড়ে, কেউ টোলে সংস্কৃত পড়ে, কেউ মাদ্রাসায় ফারসী পড়ে, কেউ পাঠশালে বাঙ্গালা পড়ে। কেউ সাহিত্য, কেউ গণিত, কেউ বিজ্ঞান পড়ে, সবাই তো আর সমান পড়া পড়ে না, কিন্তু পোড়ো সবাই। তেমনি ঈশ্বরের স্কুলে আমরা সবাই পোড়ো. যারা ফারসী পড়ে, তারা মুসলমান, যারা সংস্কৃত পড়ে, তারা হিন্দু, যারা ইংরেজী পড়ে, তারা ইংরেজ। যে কঘণ্টা পড়ি, সেই কঘণ্টা ছাড়া আর সকল সময় আমরা সবাই সমান। খালি পড়ার সময় যে যার পড়া পড়ি, সেই সময়টুকু পৃথক্। তা সেই ধর্ম্মকর্ম্মের সময়টুকু ছাড়া ইংরেজ মুসলমানের সঙ্গে মিশ্‌ব না কেন অনি?

অ। আমি তোমায় বোঝাতে পার্‌ব না। মিশ্‌তে কি আমি বারণ করি? গলায় গলায় হয়ে মিশে থাক না কেন। কিন্তু অজেতের সঙ্গে মিশে কাপড়খানি নোংরা করে এনে, আমার কাচা-কোচা বিছানাটী পর্য্যন্ত নোংরা করে দিলে তো?

নি। বোঝাতে পারার কথা যে বল্লে, সেটী কিন্তু উভয়তঃ, তুমি তো আমাকে বোঝাতে পার্‌বেই না, আমিও যে এত বকে মরি, তারো কোন ফল ফল্‌ল না। নোংরা কাপড়ে বিছানা নোংরা করে দিলুম,

এ কথা তো অনেকবার হয়ে গ্যাছে অনি, এখন না হয় কিছু নূতন কথা কও ?

অ। কচ্চি—(প্রস্থান ও গঙ্গাজল লইয়া প্রবেশ, শয্যায় দিতে দিতে) গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা (নীহারের গায়ে প্রদান)

নীহার। এই এতক্ষণের পর একটী বুদ্ধির কাজ কর্‌লে, নোংরা— অনোংরা মনের ভ্রম মাত্র, একটু গঙ্গাজল দিলে সে ভ্রম যদি যায়, তবে এত বকাবকি কোরে মাথা খারাপ কর্‌বার দরকার কি ছিল ? তোমার যেমন রকম দেখ্‌ছি ভাই, তাতে করে গঙ্গায় নাইয়ে কালো কালো চাঁপদাড়ীওয়ালা মুসলমানকেও শুদ্ধ করে নিয়ে তুমি হয় ত নিকে কত্তে পার।

অ। ছিঃ, যাও।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজেন্দ্রনাথের ভিতরবাটীর দালান।

ভবতারা ও রাজেন্দ্রনাথ।

ভব। মা সুবচনীর পূজা দেবো, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেব, যেন এই খালাসেই খালাস হয়ে যায়। হাঁগা, কৌন্সিলিরা একেবারে খালাস করে আন্‌তে পার্‌লে না ?

রাজেন্দ্র। তার যে আইন নেই, নইলে কি ছেড়ে কথা কইত ? যেমন তেমন কৌন্সিলি ত নয়, বাঁড়ুয্যে সাহেব, চৌধুরী, চক্রবর্ত্তী মশায় এঁরা সব বাঘা ভাল্লুক কৌন্সিলি, জেরায় জেরায় একেবারে

ম্যাজিষ্ট্রেটকে থ করে ফেল্লে। এখন জামিনে খালাস করে এনেছে, আর বলেছে, মকদ্দমাটা যাতে উড়ে যায়, সে পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করবে?

ভব। আহা, মা কালী তাঁদের মঙ্গল করুন, বাড়বাড়ন্ত করুন, রাজার বাপ করুন, কথায় বলে, দেশের মাথা নয়, দশের মাথা। দশের কথায় ঘাড় পাতেন বলেই তো দেশের ভিতর গণ্য-মান্য হয়েছেন! তাঁরা তোমার কাছে কতগুলি টাকা নিলেন?

রাজেন্দ্র। এক পয়সাও না। তাঁরা নিজেরাই এসে হামরাই হয়ে পড়ে মকদ্দমা হাতে তুলে নিয়েছেন। তাঁহারা খুব দয়ালু।

ভব। গুণ না থাকলে কি লোকে খুঁড়িয়ে বড় হতে পারে। কিন্তু মনোজ যে খামকা দোকানে আগুন লাগিয়ে দিতে গেস্লো, তাতো আমার বিশ্বাস হয় না। কি রকমে যে কি হল, তা ত কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছি না।

রাজ। আসল কথাটা কি জান গিন্নি, কতকগুলা মুখ্যু ছোঁড়া স্বদেশী প্রচার কর্ত্তে বেরিয়ে দোকানদারের সঙ্গে ঝগ্ড়া করেছে, তার পর বিলিতী কাপড় রেখেছে বলে, তার দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পুলিস আশ্‌ছে দেখে ছোঁড়ারা তো স'রে পড়লো, মনোজ সেই সময়ে সেইখানে গিয়ে পৌঁচেছে, আগুন দেখে হাম-রাই হয়ে নিবুবার চেষ্টা কচ্ছে, না পুলিস এসে তাকেই ধর্‌বার চেষ্টা করতে লাগল।

ভব। অ মর, আর বুঝি লোক পেলে না, যারা আগুন দিলে তাদের কিছু কর্ত্তে পাল্লেন না, নির্দ্দোষী লোককে নিয়ে টানাটানি।

মনোজকে পেয়ে তাকেই ধরে ফেল্লে। এখন সেই সময় মনোজও রাগারাগি করে পুলিসের সাহেবকে বোধ হয় দু-চার্‌টে কড়া কড়া কথা বলে থাক্‌বে, এই সাহেব আর কোথায় আছেন!

ভব। আহা! কেন বাবু সাহেব ঘাঁটান, একটু থেমে থুমে গেলেই তো হত।

রাজ। দেখ, খেলুম খাটলুম ও ঘুমালুম. তা হলেই আর মানুষ হয় না, মানুষ তারা, যারা মান অপমান বোধ কর্‌তে পারে। সাহেব বলেই কি অমনি অপমান কর্‌বে, আর সেই অপমান যদি সয়েই রইলুম, তবে আর মানুষ কিসে। মনোজ যে মুখের মত জবাব দিয়েছিলে, তা বেশ করেছিলো। তাই সাহেব অমনি ধরে নিয়ে গিয়ে হাজত দিয়ে দিলেন।

ভব। কেন! একি মগের মুল্লুক হল না কি! ইংরেজের রাজত্বে আইন কানুন সব উঠে গেল না কি!

(স্বর্ণলতার প্রবেশ)

স্বর্ণ। মা, দাদা এসেছেন, একটি বাবুর সঙ্গে গাড়ী করে এসে সদর দরজায় নেমেছেন, এই যে, এই দিকেই আস্‌ছেন।

(নেপথ্যে) মা!

ভব। এসো এই দিকে এসো, (মনোজের প্রবেশ) (চোখের জল মুছিতে মুছিতে) আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে বাবা, তাই তোমার উপর এমন সঙ্গীন ফাঁড়া এসে পড়্‌ল।

মনোজ। কেন মা, ফাঁড়া কিসের মা, মিথ্যা কথা কতক্ষণ থাক্‌বে মা, ইংরেজের রাজত্বে মিথ্যা টেঁকে না, সত্যেরই জয় হয়। আমি যে নির্দোষ, তা বিচারে নিশ্চয়ই প্রমাণ হবে। তার জন্য কিছুমাত্র

চিন্তিত হয়ো না মা। তবে এই যে লাঞ্ছনা, এ আমাদের কর্ম্মফল মাত্র, কবে হয় ত কার মনে কষ্ট দিয়েছিলেম, আজ তারই বদলে এই কষ্ট পেলেম।

ভব। সত্য কি আর সব সময়ে বজায় থাকে বাবা? ঢের দেখেছি, সত্যর বদলে মিথ্যাই প্রবল হয়েছে, এই তো বাবা,যে ছোঁড়াগুলো আগুন দিয়ে পালালো, তাদের কি আর কেউ ধর্ত্তে পার্‌বে? তাদের বদলে নির্দ্দোষী তুমি কি না এই হয়রাণ হ'চ্ছ।

রাজ। দেখ গিন্নি, মনোজ যা বলেছে, তাই ঠিক, এ কষ্টভোগ আমাদের পাপের ফল মাত্র। কিন্তু তুমি কি মনে কর, সেই পাজী ছোঁড়াগুলো এই আগুন দেবার প্রতিফল পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে। আজ পেলে না, দুদিন পরে, না হয় দশ দিন পরে, না হয় দু বচ্ছর পরে পাবেই পাবে। এ-টী তাদের তোলা রইল। এখন তুমি মনোজের খাবারের কিছু ব্যবস্থা করে দাও, সমস্ত দিন-টাই আজ কষ্টে গ্যাছে।

স্বর্ণ। চলো দাদা—রান্নাঘরে চল।

[মনোজের সহিত স্বর্ণের প্রস্থান।

ভব। আহা, বাছার মুখখানি একেবারে কালি হয়ে গেছে।

রাজ। তা আর হবে-না, একে তো সেই কষ্ট, তার উপর আবার সমস্ত দিন অনাহার। চল, আমরাও রান্নাঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মেহেরের কক্ষ।

মেহের ও সখীগণ।

সখীগণ— (গীত)

ভুলি গ্যায়ো দিল্ প্যারে তেরি।
হর্দম ঝমালে মে দিক্কত ভারি॥
এত্না দৌলত, কেত্না কিমতি জহরত,
দিয়া তুমে ক্যা বোল লিয়া তেরি।
ক্যা খুব সবজ খ্যাকি প্যারে‍ঁা তলে,
ক্যা খুব স্বরজ চন্দ উপর চলে;
সব মেরে লিয়ে ম্যা তেরি লিয়ে
তু হ্যায় মেরে প্যারে ম্যা বাঁদী তেরি॥

১ম স। শাহাজাদি, এ গীতটী কি আপনার মনে ধর্‌ল?

মেহের। বেশ গীত, বেশ হয়েছে সখি, গীতেই হউক, আর গল্পেই হউক, দিনান্তে একবার তাঁকে স্মরণ করা উচিত। তোমাদের এ গান বেশ হয়েছে সখি।

২য় সখী। শাহাজাদি, ঐ বুঝি আম্মার সঙ্গে শাহাজাদা এদিকে আস্‌চেন।

(ধাত্রী ও হসেনের প্রবেশ)

হুসেন। বন্দেগি শাহাজাদি (সেলামকরণ)।

মেহের। বন্দেগি। (সকলের সেলাম) আজ আপনার এত বিলম্ব হ'ল কেন?

হুসেন। শাহাজাদি, আজ একটা বড় ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেসলেম। একখানা দোকানে আগুন দেওয়ার হাঙ্গামে মনোজ বাবু ধরা পড়েছিলেন। সেই সংবাদ পেয়ে আমি আর নিহার বাবু উভয়েই পুলিসে যাই। উপস্থিত জামিনে খালাস করান গ্যাছে, তার পর মকদ্দমায় কি হয়, দেখা যাক্।

মেহের। দোকানে আগুন; কেন শাহাজাদা, মনোজ বাবু কেন দোকানে আগুন দিতে গেলেন?

হুসেন। না শাহাজাদি, মনোজ বাবু আগুন দেন নাই। স্কুলের ছেলেরা স্বদেশী প্রচার কর্ত্তে বেরিয়েছিলেন, বিলাতী জিনিস দোকানে রেখেছে, এই অপরাধে তাঁরাই দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়েছেন। মনোজ বাবু নিবুতে গিয়ে ধরা পড়েন।

মেহের। দেখুন সাহাজাদা যে কর্ম্মে বালকেরা ও স্ত্রীলোকেরা কর্ত্তৃত্ব করে, সে কর্ম্মে মঙ্গল হয় না। এই স্বদেশী ব্রত বালকের কর্ত্তৃত্বেই নষ্ট হতে বসেছে।

হুসেন। ঠিক বলেছেন শাহাজাদি, শুধু কি বালকেরা নিজেরাই কর্ত্তৃত্ব কচ্ছে; হিন্দুদের মধ্যে কতকগুলি নামজাদা লোক ছেলেদের কাছে নাম নেবার জন্য, তাদের মতে মত দিয়ে এই আগুনের পথ সরল করে দিচ্ছেন।

ধাত্রী। হিন্দু! কি বল্লেন শাহাজাদা, এখন আপনি কাফেরদের বাড়ী থেকে আস্‌ছেন না কি?

হুসেন। হাঁ আম্মা, আমি এখন হিন্দুদের বাড়ী থেকেই আস্‌ছি, মনোজ বাবুকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ছি।

ধাত্রী। ও মা, সে কি কথা!

[দ্রুত প্রস্থান।

১ম স। শাহাজাদা. আম্মা অমন করে দৌড়ে পালালেন কেন?
মেহের। দেখ না কেন?

(ধাত্রীর দ্রুতবেগে পুনঃ প্রবেশ)

ও কি আম্মা, ও কি, ঐখানে দাঁড়ান, ঐখানে দাঁড়ান।

ধাত্রী। (মাটী দেখাইয়া) এ ছুটী পীরের মাটী এনেছি, শাহাজাদি? শাহজাদা এখনি নমাজ পড়তে যাবেন, কাফেরকে ছুঁয়ে অপবিত্র হয়ে এসেছেন, ওঁর নমাজ আল্লার কর্ণে পৌঁছিবে না; শাহাজাদি, তাই এই পীরের মাটী ছুঁইয়ে পবিত্র করে দিব।

মেহের। হ্যাঁ আম্মা, হিন্দুদের স্পর্শ কর্‌লেই যদি দেহ অপবিত্র হয়, তবে হিন্দুদের সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে আল্লাও তো অপবিত্র হয়ে গিয়ে থাক্‌বেন?

ধাত্রী। না না, তা কেন হবে, তা নয় শাহাজাদি তা নয়। আল্লা অগ্রে মুসলমানেরি সৃষ্টি করেছিলেন। তার পর জনকত লোক বুদ্ধির দোষে অশুচি অন্তরে ধর্ম্মচ্যুত হয়ে যায়, তারাই কাফের। তারা মেহেরবান আল্লাকে পরিত্যাগ করে,পুতুল পূজো, গাছ পূজো কর্‌তে সুরু করে দিলে, তাই তারা অপবিত্র হয়ে গেল, তাই তাদের সংস্পর্শে পাপ এসে জোটে।

মেহের। এটী তোমার মস্ত ভুল, এ ভুল কথা তোমায় কে বলেছে আম্মা? সৃষ্টির আদিতে যে সব মানুষেরা জন্মেছিল, তারা ধর্ম্মাধর্ম্ম জান্‌ত না, আল্লাকেও চিনিত না। বিশাল সাগর-বক্ষে বিশাল তরঙ্গলীলা দেখে, তারা সেই সমুদ্রকেই সভয় অন্তঃ-করণে পূজা কর্‌ত। যে প্রকাণ্ড বিটপী শাখাপ্রশাখায় বহুদূর সমাচ্ছাদিত করে সুশীতল ছায়া প্রদান কর্ত্তো, তারা সেই বৃক্ষ-

মূলেই বারি সেচন করে পূজা কর্ত্তো। যাঁর উদয়ে পৃথিবীর তাবৎ অন্ধকার দূরীভূত হয়.তাঁকেই তারা আল্লার স্বরূপ স্বীকার করে পূজা কর্ত্তো। এইরূপ কল্পনাবলে তারা বিস্তর পীরের সৃষ্টি করে ফেল্‌লে। ইনি জল দেন, এঁকে পূজা করো, ইনি অনল দেন, এঁকে পূজা করো, ইনি বাতাস দেন, এঁকে পূজা করো, ইনি সকল যন্ত্রণার অবসান করে পৃথিবী হতে অপসারিত করেন, এঁকেও পূজা করো। এই বহু পূজাভারে ব্যথিত হয়ে মেহেরবান মহম্মদ, যিনি অনাদি ও অনন্ত, যিনি অজ্ঞেয় ও অপ্রমেয়, সেই বিশ্বপ্রণেতার পূজার সরল সহজ ও সুন্দর উপায় উদ্ভাবন কর্‌লেন। আল্লার একমাত্র প্রিয়দ্রব্য ইমান, সেই ইমানকে যে আশ্রয় করে, সেই ইমানের সম্মান যে রক্ষা করে, সেই ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা করে। ইমান অর্থাৎ সত্যের পূজাই প্রকৃত আল্লার পূজা। আম্মা, তদবধি মুসলমানের সৃষ্টি। তোমাকে স্পর্শ কর্‌লে কি তোমার সহিত আহার কর্‌লে এ দেহ অপবিত্র হয় না ; সত্য হতে বিচলিত হলেই দেহ অশুচি হয়। সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই আল্লা, সেই সত্য আমাদের আছে, তাই আমরা মুসলমান। যাও আম্মা, ও পীরের মাটী যেখানে ছিল, সেইখানে রেখে এস, হিন্দুর স্পর্শে মুসলমানের দেহ অপবিত্র হয় না।

হুসেন। যথার্থ আজ্ঞা করেছেন শাহাজাদি ; আম্মা, দিল্লীশ্বর আক্‌বর তো যোধিবাইকে বিবাহ করেছিলেন, কই, বিবাহসময়ে কাফের-স্পর্শে শরীর অপবিত্র হবার ভয় তো করেন নি।

মেহের। দেখ আম্মা, আজ তোমার মাটির কথায় অনেক কথাই হলো, এখন আমার সখিদের একটী গান শুন। সাহাজাদা তোমার প্রীতার্থে একটী গীত রচনা করেছি। (সখিগণকে ইঙ্গিত)

সখীগণের গীত।

ইলাহি মেহেরবান।
দুনিয়া দেতা হ্যায় তেরা কুদরত কি বয়ান॥
মজ্‌গুল্‌ খিলে গুল্‌-বাগ কি বাহার;
ক্যা রঙ্‌ বেরঙ্‌ চিড়িয়েঁ ফিরে ইধার;
আফ্‌তাব ফ্যালা দিয়া সারা আশমান,
ইলাহি তেরা রৌশন;
ইলাহি মেহেরবান॥
ধীরে চলে প্যারে শিরিঁ হাওয়া,
লেয় দেতা হ্যায় তেরি আব রোয়াঁ;
চাহে যব দিল মিলে তেরি ইয়ে সান,
ইলাহি বড়া মেহেরবান,
ইলাহি মেহেরবান॥

পটক্ষেপণ।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মনোজের শয়নকক্ষ।

মনোজ ও কুসুম।

মনোজ। ছিঃ! চোকের জল ফেল না। এ আবার কষ্ট কি কুসুম, যে এর জন্য কাতর হয়ে তুমি চোখের জল ফেল্‌ছ। এত সামান্য কথার জন্য যে তুমি কাতর হবে, তা আমি মনেও ভাবি নাই।

কুসুম। (চোক মুছিতে মুছিতে) কাতর! আমি কাতর হই নাই। আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। কার পাপে কার ফলভোগ হয়, তাই দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। যদি ঈশ্বরের রাজত্বে সূক্ষ্ম বিচার না থাক্‌বে, তবে আমাদের মত দুর্ব্বলের গতি কি হবে?

মনোজ। ও সন্দেহ করো না, কুসুম, ঈশ্বরের সূক্ষ্ম বিচারের উপর সন্দেহমাত্র করো না—তাঁর বোধাতীত ও প্রমাণাতীত নিয়ম বলে যা হবার তাই হয়ে আসছে, তার এতটুকুও ব্যতিক্রম হবে না, আর তাতে এতটুকুও অন্যায় হবে না। আমি যে অন্যায় লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌লেম, সে আমার কর্ম্মার্জ্জিত ফলমাত্র, তার জন্য দুঃখিত বা কাতর আমি কিছুমাত্র নহি। তুমি থাম।

কুসুম। কন্‌ষ্টেবলেরা কি তোমায় অত্যন্ত পীড়ন করেছিল।

মনোজ। কিছু না। খোকা কোথায়?

কুসুম। এই একটু আগেই ঘুমিয়েছে। সারাদিন তোমার কথা নিয়েই ছিল। বলে, চল মা, পুলিসে গিয়ে লড়াই করে নিয়ে আসি গে।

মনোজ। আহা, লড়াই করা আমরা ভুলে গেছি কুসুম। এখন আমরা বক্তৃতার লড়াই কর্‌তে পারি, খবরের কাগজে প্রবন্ধের লড়াই কর্‌তে পারি, আর স্বপ্নের রাজ্যে শুয়ে প্রেমের লড়াই কর্‌তে পারি, কিন্তু আত্মসম্মান ও দেশের স্বার্থরক্ষা কর্‌তে গেলে, যেটুকু লড়াইএর প্রয়োজন, তা আমরা ধারণাতেও আন্‌তে পারি না।

কুসুম। এখনো পারে না, কিন্তু ক্রমেই পার্‌বে। বিশ বৎসর পরে আর এ ভাব থাকবে না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীদের মনে নিজেদের মান বাঁচানোর কি কথা উঠত? এখন দুচার জনের

মনে হচ্ছে, ক্রমে অনেকের মনে হবে। তারপর ধারণা কাজে পরিণত হবে। গাছের শিকড় নেমেছে মাত্র, সময়ে ফল হবে।

মনোজ। মিথ্যা নয় কুসুম, যা বলেছ, ঐ কথাই বটে। ক্রমেই যে বাঙ্গালীর আত্মসম্মান বোধ হয়ে আস্‌ছে, তার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাচ্ছে। এমন একদিন আস্‌বে, যখন বাঙ্গালী পৃথিবীর মধ্যে একজন হয়ে মাথা খাড়া করে দাঁড়াবে। কিন্তু সে সুপ্রভাত আমরা দেখ্‌তে পাব কি?

কুসুম। পাব বৈ কি?

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

Bengal Workers Association Office.

মনোজ ও জনেক বাবু আসীন।

(গৃহপ্রাচীরে প্রস্তরফলকে খোদিত—

Bengal Workers Association. Agents.
The Bengel Jute Manufacturing Co. Ld.
The Bengal Iron & Steel Manufacturing Co. Ld.
The Calcutta Suburban Tramway Co. Ld.
The Calcutta Steam Agency Co. Ld.
The Bengal Cotton Mills Co. Ld.)

উক্ত বাবু। এবার আপনাদের Jute mill এর profit কি রকম হ'ল?

মনোজ। এবার আমরা 4 P. C. Profit declare করেছি। তার কারণ, আমরা Nett profitটাকে দু ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। এক ভাগ Share holders দের Capital এর উপর profit, আর দ্বিতীয় ভাগ Labour এর উপর profit। এইটী হচ্ছে আমাদের নূতন experiment। যারা কেবলমাত্র পরিশ্রম করে, কুলি-মজুর ও কেরাণীরা—তারা এতাবৎ সর্ব্বত্রই কেবল তাদের পারিশ্রমিকস্বরূপ মাসিক মাহিনা পেয়ে থাকে মাত্র। profit থেকে সেটী বাদ দিয়ে Nett profit ধরা হয়। আমরা নিয়ম করেছি

যে, টাকার যেমন 3 percent সুদ charge করা হবে, তেমনি কুলি মজুরদের মাহিনা ধরা হবে। আর তারপর profit যা হবে, সেটাকে দুভাগ করা হবে, 50 per of the profit should go to the Share-holders, and the other 50 percent to the Labour.

উক্ত বাবু। তা হলে বলুন আপনারা প্রায় 11 percent profit declare কর্ত্তে পারতেন ?

মনোজ। অনায়াসে।

উক্ত বাবু। এখন কুলিদের 4 percent টাকা দিলেন।

মনোজ। কুলিদের নগদ টাকা দিই নাই, গত বারে তাদের family quarters, School এবং Hospital provide করেছিলেম, এবার থেকে তাদের Boarding এর বন্দোবস্ত হয়েছে। সুতরাং কুলিরাও খুব সন্তুষ্ট !

উক্ত বাবু। তা ত হবেই, থাকবার এবং খাবার ভাল বন্দোবস্ত হলে কেই বা সন্তুষ্ট না হবে ? আপনারা যে বাঙ্গালীদের এমন একটী কারবার এমন সুন্দররূপে চালাচ্ছেন, তা বড়ই সুখের বিষয়। আশা করা যায়, আপনাদের দেখাদেখি আরো পাটের কল প্রতিষ্ঠিত হবে।

মনোজ। Field প্রচুর, বাঙ্গালা দেশে যে Capital নাই, তাও নয়, Labour ও যথেষ্ট। কেবল একটু Tact এর অভাব। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, দেখি কি হয়। গত দু বৎসর তো বেশ চলেছে। বিশেষ সাহেবদের কলের সঙ্গে আমাদের competition বড় কত্তে হয় না ! মহাজনেরা আগে আমাদের কাছে পাট নিয়ে আসে, দু পয়সা কমেও ছেড়ে দেয়। তার পর কুলীরা আন্তরিক

পরিশ্রম করে, সুতরাং মাল উত্তম প্রস্তুত হয়। মধ্যে যে Austrailia থেকে Indian Gunnies সম্বন্ধে গোলমাল হয়েছিল শুনেছিলেন বোধ হয়?

উক্ত বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটী কি বলুন দেখি।

মনোজ। Austrailian Buyersরা complain করেছিলেন যে, Indian Mills থেকে আর আগেকার মত good qualityর মাল উৎপন্ন হয় না। আমাদের মাল উত্তম, সুতরাং এত demand যে, সরবরাহ করে উঠ্‌তে পার্‌চি না।

উক্ত বাবু। বাঃ বাঃ, আপনাদের আর সব department এর কাজ কেমন চল্‌ছে?

মনোজ। Tramটী খুব চল্‌বে বলে বোধ হচ্ছে। এদিকে উপস্থিত শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত খোলা হয়েছে, অন্য দিকে বেলগেছে পর্য্যন্ত, খুব passengerএর ভিড় হচ্ছে। Steam agency তো এক রকম দাঁড়িয়ে গ্যাছে। এখনো আমরা passenger traffic তেমন পাই না বটে, কিন্তু মালপত্র প্রচুর পাচ্ছি, আমাদের মোটে পাঁচখানি জাহাজ নিয়ে start করা হয়, গত বৎসর আরো তিনখানি জাহাজ নূতন তৈয়ার করা হয়েছে, আমাদেরি কারখানায় তৈয়ার হয়েছে। এ বৎসরেও আরো দু'খানি তৈয়ার হবার স্থির আছে। আমাদের খরচ কম, এবং এখন এদেশী shippers'ও অনেক হয়েছে, সুতরাং ভবিষ্যতের আয়ের পথ বেশ হয়ে আস্‌ছে। তার পর লোহার কারখানায় আমরা জাহাজ, রেলগাড়ী প্রভৃতি তৈয়ের করছি। Vizianagaramএর মহারাজের কাছ থেকে Maganise mines Lease নিয়েছি, তা থেকেই Iron ও Steel

তৈয়ের হচ্ছে, অতি কম খরচে কারখানা চল্‌ছে। Burn & Co. Jessop Co. প্রভৃতির সঙ্গে competitionনাই। আর কাপড়ের কলে তো কাপড় তৈয়ের করে উঠ্‌তে পারছি না, এত demand.

উক্ত বাবু। আচ্ছা দেখুন, সাহেবদের Firms তো বহুদিনের standing Firms, তাদের সঙ্গে আপনারা কি করে পাল্লা দিচ্ছেন?

ম। আজ্ঞে, পূর্ব্বেই তো বলেছি যে, সাহেবদের Firmএর সঙ্গে আমাদের competition কত্তে হয় না, তার কারণ, আমাদের খরচ খুব কম, আমাদের মধ্যে চুরি নাই এবং আমাদের লোকেরা আন্তরিক যত্নের সহিত পরিশ্রম করে। সুতরাং আমাদের পড়তা অপেক্ষা সাহেবদের পড়তা দ্বিগুণ হয়, কাজেই বাজারে আমাদের কাট্‌তী খুব। এই ধরুন, একটা mill managerএর মাহিনা সাহেবদের কলে ২০০০৲ টাকা, আমাদের কলে ৪০০৲ টাকা মাত্র, labourএর জন্য যে commission দিই, তাও আমরা cash দিই না, আমরা kindএ দিই, সুতরাং তাতেও আমাদের লাভ।

উক্ত বাবু। দেখুন, আপনারা সকলে একত্র হয়ে স্বার্থত্যাগ করে কাজ আরম্ভ করেছেন বলেই, আশা হয় যে, আবার বাঙ্গালীর সুপ্রভাত হবে। আপনাদের shares ১০৲ টাকা করে না?

ম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

উক্ত বাবু। আমি এই ৫০০০০৲ হাজার টাকার চেক দিয়ে যাচ্ছি, অনুগ্রহ করে আমার জন্য ৫০০০ shares কিন্‌বেন।

ম। কিসের shares কিন্‌ব?

উক্ত বাবু। That I leave to your unrestricted descretions, যেটা কেনা profitable বিবেচনা করেন, সেইটেই কিনবেন।

ম। Thanks.

উক্ত বাবু। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তা'হলে বসুন, এখন আমি আসি মশায়, নমস্কার।

ম। আসুন, নমস্কার, আপনার ঠিকানায় আমি সংবাদ পাঠিয়ে দেব।

[বাবুর প্রস্থান।

(হুসেন ও নীহারের প্রবেশ)

হু। বেহারা, বরফ পানি লে আও—খুব কাজ চলচে, some thing grandly.

ম। এই যে এসো এসো, কতদূর বেড়িয়ে এলে ?

নী। শ্রীরামপুর থেকে ফেরা গেল। Passengerএর ভিড় যা হচ্ছে, তা আর তোমায় কি বলব।

(বরফজল লইয়া বেহারার প্রবেশ ও রাখিয়া প্রস্থান।)

হু। (জলপান করিয়া) Passengerএর তো অভাব নেই, এক একখানা carএ বোধ হয় দুই শো passenger আস্‌ছে, টিকিট বিক্রী করে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। নীহার বাবু আবার passengerদের appeal কর্‌লেন "মশায় গাড়ীর ব্যবস্থা তো আমরা কর্‌বই, কিন্তু আপনারা অনুগ্রহ ক'রে দেখ্‌বেন যেন ভাড়াটা সব আদায় হয়, কেউ যেন ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করেন। অমনি অনেকে volunteer হয়ে টিকিট বিক্রী কর্‌তে লাগ্‌লেন। এক একখানা carএ বোধ হয় ২৫।৩০ টাকা Income হবে।

ম। বল কি, বা বা! তা হলে daily Income কত হবে আন্দাজ কর ?

নি। ৪।৫ হাজার টাকার কম নয়।

ম। বটে, capital account ছেড়ে দাও, Revenue accountএ আমাদের daily খরচ হচ্ছে হাজার দুই টাকা, তা'হলে কি daily profit হাজার দুই টাকা হবে?

হ। নিশ্চয়—নিশ্চয়। যদি সব ভাড়া আদায় হয়, তা'হলে হাজার দুই টাকা নিশ্চয় daily profit হবে।

ম। দেখ, আমি একটী মতলব স্থির করেছি। এই passengerদের মধ্যে থেকে একটু সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত passengerকে আমরা না হয় Honorary Insepector নিযুক্ত করবো। As an honororium আমরা তাঁদের 1st class free pass দিব। তাঁরা passenger trafficএর উপর একটু লক্ষ্য রাখবেন, এবং passengerদের complaints investigate করবেন। দেখ the most elaborate system of checkings might have some flow in it which would be supplemented by this independent labour of love.

নী। passengerরা তাতে রাজী হবেন?

ম। Oh yes, educated men would gladly come forward to lend us this help.

হ। বেশ ত, একবার experiment করে দেখ না, আমার বোধ হয়, schemeটী খুব workable হবে।

ম। হবে বৈ কি; ভাড়ার সম্বন্ধে publicএর মতামত কি রকম দেখলে?

হ। Oh our new faretable suits them admirably, and they admit these are very moderate charges indeed.

ম। দেখ ভাই, এখানে কিন্তু সুধু educated menদের opinion

নিয়ে চলবে না। Mass কি বলে, তাই শুনতে হবে, and the mass is not educated. They won't part with a hard-earned pice just for the sake of patriotism or swadeshi. বিলাতী কাপড় যে বাজার থেকে একেবারে উঠে যায় নি, তার কারণই এই।

নী। Massএর কথাই বল্‌ছি, সবাই তো readily ভাড়া দিচ্ছে, কেবল monthly passengerরা ভাড়া কমাবার কথা বলেছেন। আমরা বলেছি, এবারকার meetingএ এ কথা consider করা যাবে।

হ। মনোজ বাবু! নীহারবাবু যেরূপ পরিশ্রমের সহিত এ কাজটী হাতে লয়েছেন, তাতে ভরসা হয়, এ কাজটী complete success হবে। শুধু পরিশ্রম নয়, ওঁর ঐকান্তিক যত্নও বিলক্ষণ আছে। আপনি এ কাজটীর জন্য বেশী ভাবনা করবেন না।

ম। দেখুন division of labour না হলে কোন কাজই চলে না। কোন একজন লোক সকল কাজ, কি কোন একটী কাজ সম্পূর্ণ করে উঠতে পারে না। এই নিয়ম জন্যই আমি jute millএর charge নিয়েছি, আপনি steamer departmentএর ভার নিয়েছেন, নীহারবাবু Tram lineএর ভার নিয়েছেন, কেশব এবং শ্যামল উভয়ে Iron worksএর charge নিয়েছেন। আর আমরা তিনজনে Cotton millএর জন্য চেষ্টা কচ্ছি।

নী। যখন সন্ধ্যার প্রাকালে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে বেরুতেম, জাহ্নবীবক্ষে অসংখ্য তরণীশ্রেণী দেখে, প্রাণে একটা উৎকট দুঃখের ছায়া এসে পড়ত। সেই অসংখ্য জাহাজরাশির মধ্যে একটীও বাঙ্গালীর জাহাজ দেখতে পেতেম না। ইংরেজ, ফরাসী, জারম্যান,

এমেরিকান, রুস, জাপান প্রায় তাবৎজাতির তরণী গঙ্গাবক্ষে নৃত্য কর্‌ত, কেবল বাঙ্গালীর বল্‌তে পারাপারের নৌকা ভিন্ন আর কিছু ছিল না। (হুসেনের প্রতি) শাহাজাদা, আপনার অকপট যত্নে আমাদের সে অভাব মোচন হয়েছে। এখন জাহ্নবী-তরঙ্গে তালে তালে বাঙ্গালীর তরণীও নৃত্য কর্‌ছে। সুদূর জারম্যান, সিংহল আর জাপান প্রভৃতি দেশে বাঙ্গালী কাপ্তেন বাঙ্গালীর জাহাজ নিয়ে যাচ্ছে।

হু। আমার বরাবর ইচ্ছা ছিল, শুধু যে বাঙ্গালীর জাহাজ হবে, তা নয়, বাঙ্গালী সারেঙ্গ, purser warder এমন কি, captain পর্য্যন্ত বাঙ্গালী হবে। আপনাদের আনুকূল্যে আমার সে আশা মিটেছে। আমায় এখন উঠ্‌তে হবে, officeএ অনেক কাজ প্রড়ে রয়েছে।

নী। এই যে আমিও উঠ্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গড়ের মাঠ।

Metropolitan Club.

(Calcutta foot-ball clubএর মেম্বরগণ এবং Metropolitan clubএর মেম্বরগণ সপরিচ্ছদে দণ্ডায়মান।)

মে-মেম্বরগণ। (মনোজ প্রভৃতি) Hip Hip Hurrah

সকলে। Hip Hip Hurrah.

সাহেবদের ক্যাপটেন। Gentlemen,on behalf of my team and on behalf of my humble self. I congratulate you on your success. The changes of the time are seen in you. You mark an epoch making time in your history. I cry agin to your honour Hip Hip Hurrah.

মনোজ। I much appreciate your kind words. We are what your education has made us, whatever good you see in us is the result of English education sustained by an inborn perseverence for out-heroding Herod, for excelling you in your own arts. And now you see—much to your dismay—may I say—(সকলের হাস্য) what past masters we are in your own methods. I thank you gentlemen for all the good words you have been pleased to say to us.

জনৈক সাহেব। And you must move with the time, gentlemen—if you have any desire to be reckoned amongsts the nations of the world. A nations energy is known by its pastimes, and you scarcely have any national sports at all, unless it be cards and chess,—plays which kill the energy and distract the mind, whereas the new ones which you have adopted, invigorate the mind and impart new energy and a new tone to the health.

নীহার। We can well understand you, and it is these

considerations that have led us to adopt your pastimes and sports.

সাহেবদের Cap. We must be off now gentlemen, good night.

সকলে। good night.

[সাহেবদের প্রস্থান।

হুসেন। এস সকলে কাপড় ছেড়ে আসা যাক। খুব মান রক্ষে হয়ে গ্যাছে যা হোক।

নিহার। জেতবার তো আমার এতটুকুও আশা ছিল না। চলো এখন কাপড় ছেড়ে আসা যাক।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ক্লাবের অপর কক্ষ।

মনোজ প্রভৃতি সভ্যগণের আসীন।

যদুবাবু। দেখছেন তো নীহার বাবু দেশের শিক্ষার অবস্থা ত দেখছেন। যাঁরা শিক্ষিত বলে অভিমান করে থাকেন, যাঁরা দেশ মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ব্রত সাধ করে গ্রহণ করেচেন, সেই বাঙ্গালী কাগজগুলি এই বিধবা বিবাহ উপলক্ষে কেমন কথা গুলি বলেচেন শুনে-চেন তো।

নীহার। বাঙ্গালা কাগজের কথা আর বলবেন না। দেশে এত বাঙ্গালা কাগজ রয়েছে তো, কিন্তু কই বাঙ্গালা কাগজের মত তো বাঙ্গা-

নীরা লয় না। তার কারণ বাঙ্গালা কাগজেরা বাঙ্গালীর সময়োপ-যোগী মত প্রচার করে না। বাঙ্গালা কাগজের মতে বিধবা বিবাহ অব্যবস্থা, কিন্তু বাঙ্গালীর শিক্ষিত সমাজ বলচেন কিনা বিধবা বিবাহ নিশ্চিত ব্যবস্থা। কেমন নয় কি ?

যদু। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত কি না, সে বিচার আমি করি না, আমি বলি আপনাদের common-sense কি বলে, বিধবা বালিকার বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না? common sense বলে, উচিত। পুরুষ যে নিয়মবলে ৬০ বৎসরেও বিপত্নীক হলে দারান্তর গ্রহণ করতে পারে, সেই নিয়মেই বালিকা বিধবার পত্যন্তর ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা এমনি conservative, যে কিছুতেই সে নিয়মকে গ্রাহ্য করব না। সুখের বিষয়, শরত বাবু এ সব বাধা বিপত্তি কিছুই গ্রাহ্য করেন নি। ভগিনীর পুনরায় বিবাহ দিয়ে বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। নিমন্ত্রণেও নাকি বিস্তর লোক হয়েছিল।

ক সভ্য। বিস্তর, বিস্তর, প্রায় ২৫০ শত লোক আহারে বসেছিলেন। আর সবাই শিক্ষিত। গোঁড়া দু একজন আসেন নি বটে, কিন্তু তাঁদের বাড়ীরও শিক্ষিত ছেলেরা সহানুভূতি জানিয়ে গেসলেন।

যদু। বেশ বেশ। এই সব দেখে শুনে স্পষ্টই বোধ হয়, দেশে যেন একটা নূতন সাড়া পড়ে গ্যাছে, একটা যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। আচ্ছা মনোজ বাবু আপনারা তো এত কচ্ছেন, কিন্তু এরি সঙ্গে একটু একটু politics deal করেন না কেন ?

মনোজ। দুর্ব্বলের politics নাই, আমরা এখনো অতি দুর্ব্বল, তাই আমাদের politics deal করতে প্রবৃত্তি হয় না। আগে বল

সঞ্চয় করে সবল হই, তারপর politics লয়ে deal করবো। শিক্ষার প্রচার এবং অর্থের আহরণ, এই দুটী জাতীয় বল সঞ্চয়ের প্রধান উপাদান, আমরা প্রথমে এই দুটীর পথ সরল করতে প্রস্তুত হয়েছি। তার পর যখন দেশে উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হবে, Government তখন তাঁদের কথা শুনতে বাধ্য হবেন।

হুসেন। বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের association দ্বারা ভারতের politicsএর foundation প্রস্তুত হচ্ছে on which, in time, we shall rear up such an edifice, which like Taj shall be another wonder of the world.

সকলে। Hear hear.

নিহার। আমাদের যে ব্যবসা তাহা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নহে। আমাদের officeএ ৫টী departmentএ প্রায় ২০০শত কেরাণী আছেন, তিরিশ টাকার কমে কাহারও মাহিনা নাই। ৯টা থেকে ৫টা office hours, তার মধ্যে ১২টার পর ১টার মধ্যে সকল কেরাণিকেই আমরা tiffin দিয়ে থাকি। দস্তুর মত ব্রাহ্মণ রেখে লুচি তরকারি প্রস্তুত করান হয়ে থাকে, এবং পেট ভরা tiffin সকলকেই দেওয়া হয়ে থাকে। তার পর ৪॥০টার পর সকলকেই প্রায় আধ সের করে গরম দুধ দেওয়া হয়। office dress ও office দেয়, এ সম্বন্ধে একটা বেশ সুন্দর নিয়ম করা হয়েছে। ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা যাঁদের মাহিনা, তাঁরা।০ আনা গজের কাপড়ে প্রস্তুত পোষাক পরবেন। ৫০ হইতে ১০০শো, ছয় আনা গজের ও ১০০ হইতে ২৫০শো, দশ আনা গজের কাপড়ে প্রস্তুত পোষাক পরবেন। ২৫০ শতর উপর যাঁদের মাহিনা তাঁরা এক টাকা গজ পর্য্যন্ত কাপড় পেতে পারেন। এইরূপে খোরাক এবং পোষাক

দিয়েই আমরা ক্ষান্ত থাকি না, কেরাণিদের familyর educational and medical expenses we also bear, ডাক্তার নিযুক্ত করে রেখে দিয়েছি, প্রয়োজন হলেই বাড়ী গিয়ে free of charge দেখে আসেন, school করে দিয়েছি সেখানে national principleএ education impart হয়ে থাকে; without the least cost আমাদের officialদের ছেলেরা সেখানে পড়তে পায়। কেরাণিদের প্রতি যে ব্যবস্থা ৫টী কারখানায় যে প্রায় ১৫০০০ কুলী খাটে, তাদেরও প্রতি তদ্রূপ ব্যবস্থা; তাদের দুবেলার আহারই আমরা দিয়ে থাকি, 20 percent of their wages আমরা কাটি মাত্র। school করে দিয়েছি hospital করে দিয়েছি,থাকবার জন্য সুন্দর row of buildings করে দিয়েছি। এই তিন বৎসরের মধ্যে যে আমরা এত উন্নতি করতে পারবো, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

মনোজ। ফলে আমাদের Officeএ intelligent clerksএর অভাব হয় না, আমাদের workshopএ hard working coolyর অভাব হয় না। Officeএ বাবুরা আন্তরিক পরিশ্রম করেন কারখানায় কুলীরাও প্রাণের সহিত খাটে। এর secret কি জানেন? আমরা যেমন without minding our own individual interest পরিশ্রম কচ্ছি, we also get others working for the general benefit and not for their own private gain. তার ফল এই cordial activity and with such brilliant results. আপনারা বসুন আমাকে উপস্থিত একবার Howrah Stationএ যেতে হবে।

[প্রস্থান।

যদু বাবু। আহা মনোজ বাবু চলে গেলেন, মনোজ বাবুর সেই স্ত্রীবুর্-পিটের মকদ্দমাটা কি হল?

নিহার। সে মকদ্দমা dismiss হয়ে গ্যাছে। Inspectorটার কেবল বড় যন্ত্র কিনা।

যদু। সেই দোকান জ্বালানি মকদ্দমার যে তদ্বির করেছিল সেই Inspector না কি?

নিহার। আজ্ঞে হ্যাঁ সেই বই কি?

যদু। এঃ, সে ত দেখ্ছি মনোজ বাবুর খুব পিছু লেগেছে।

হুসেন। Real যারা দোষী তাদের ছেড়ে দিয়ে Rascalটা মনোজ বাবুকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ কর্লে, যদি Mr. Jonesএর evidence একটু hesitating হত, তা হলেই একটু না একটু সাজা না দিয়ে আর ছাড়ত না।

কেশব। Mr. Jones একেবারে clearly convince করে দিলেন যে মনোজ তাঁকে মারতে যায় নি।

নিহার। সুধু তাই, তিনি স্পষ্ট বল্লেন যে সে সময়ে মনোজ বাবু সেখানে না থাকলে তাঁকে নিশ্চয়ই মার খেতে হত।

জ সভ্য। কিন্তু মশায় মনোজ বাবুর principle বড় ভাল নয়। এই দেখুন না শিক্ষিত লোক মাত্রেই Boycottএর for এ, উনি মাত্র তার againstএ। National university স্থাপন করবার জন্য কত লোক কত কি কচ্ছেন, উনি মাত্র তার বিপক্ষ।

হুসেন। আপনি মনোজ বাবুর Principle ঠিক বুঝ্তে পারেন নি, তাই এমন কথা বল্‌চেন। উনি বলেন, সকলে প্রতিজ্ঞা করি আসুন যে, স্বদেশজাত দ্রব্য মাত্র ব্যবহার কর্‌ব, কিন্তু বৈদেশিক দ্রব্যের Boycott কর্‌ব, এ হাঙ্গামায় প্রয়োজন কি? National

principleএ অর্থাৎ আমাদের জাতীয় অভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে education impart করি আসুন, সময়ে প্রয়োজন হয় University স্থাপনা করা যাবে, তা না করে অগ্রেই university স্থাপনা করা বৃথা।

নীহার। আমরা স্বীকার করি government যে উপায়ে আজকাল শিক্ষা দিচ্ছেন, তাহা সম্পূর্ণ নয়। বেশ, আমরা না হয় আমাদের principleএ education propogate কর্ত্তে আরম্ভ করি আসুন। তার পর demand হলেই university এসে উপস্থিত হবে। শুধু তাই নয়, knowledge is power, Government যে উপায়ে সেই ক্ষমতা আমাদের দিচ্ছেন, আমরা কেন সেই পন্থা ত্যাগ করি? আজ যে এত কথা কচ্চি, এমন সব Ideas express কচ্চি, সে কেবল Government দত্ত educationএর ফল। যে সিঁড়ি দ্বারা আমরা এই কল্পবৃক্ষে আরোহণ করেছি, সে সিঁড়িকে কেন discard কর্ব্ব। সে সিঁড়িতে উঠ্‌তে কষ্ট হয়, বেশ, আরো একটী না হয়, দুটী মনোমত সিঁড়ী লাগান—কিন্তু এটীও থাক। Sir Syed Ahmed আলিগড়ে একটী সিঁড়ির স্থাপনা করেছেন। Mrs Annie Beasant কাশী কাশ্মীর দাক্ষিণাত্যে এক একটী সিঁড়ির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আপনারা পারেন—আপনারাও করুন। কিন্তু যা থেকে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব—সেটীর বধসাধন কেন?

যদু। নীহার বাবু যা বল্‌চেন, তাতে অনেকটা Reason আছে। উনি বলেন, Boycott কর্‌বার দরকার নাই, স্বদেশীদ্রব্যের প্রচার করুন, Boycott নাম নিয়ে Governmentএর সঙ্গে আড়াআড়ি করবার কি প্রয়োজন? National universityর ভিত্তি অর্থাৎ

national principleএ শিক্ষা প্রচার করুন, তার পর সময়ে university স্থাপিত হতে পারবে। কেমন, এই নয়?

নীহার। আজ্ঞে হাঁ, ঠিক কথা নয় কি? একেবারে একটী মস্ত লোক হয়েছি বলে আড়ম্বর প্রকাশ করা অপেক্ষা একটী বাস্তবিকই বড়লোক হয়ে আড়ম্বরপ্রকাশ করা ভাল নয় কি?

হুসেন। Hear Hear? I thank you for your very pertinent remarks. আমরা এখন এমন ভাব প্রকাশ কচ্ছি, যেন আমরা কত বড়ই লোক, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে আমরা যা তাই আছি, কেবল আমাদের মধ্যে একটী হুজুগ এসে পড়েছে মাত্র।

দয়াল। Mr. Hoosein. এ হুজুগটী বড় সামান্য হুজুগ নয়! যে হুজুগ বাঙ্গালীর প্রাণে জাতীয়তা জাগরিত করে দিয়েছে, যে হুজুগ বাঙ্গালীর প্রাণে আত্মসম্মান বোধ এনে দিয়েছে সে হুজুগকে সামান্য হুজুগমাত্র বলবেন না। এই সে দিন Burn Coyর ওখানে সমস্ত বাঙ্গালী মিলে অপমান সহ্য কর্ত্তে না পেরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে গেছেন। কাল মাত্র E. I. Railএর বাঙ্গালীরা পদদলিত হওয়া অপেক্ষা কর্ম্মত্যাগ শ্রেয় স্থির করেছিলেন। ফলে যাই হউক, সকলে সমর্থন নাই করুন, অনেকে একত্র হয়ে, একতার ছায়ামাত্র লয়ে যে বাঙ্গালীরা অন্যায়ের প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হতে পেরেছেন, এ বড় শ্লাঘার কথা—বড় গৌরবের কথা। এই গৌরবের পথ যে হুজুগ প্রস্তুত করে দিয়েছে, সে হুজুগ সামান্য হুজুগমাত্র কখনই নয়।

হুসেন। দয়ালবাবু যে প্রসঙ্গ লয়ে এই হুজুগ, সে প্রসঙ্গকে আমরা সামান্য বলছি না। তাহা অতি মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃথা হুজুগ করে সেই প্রসঙ্গটীকে দুর্ব্বল করে ফেলা হচ্ছে। আমাদের

এই কথা—কাজ করতে হবে, কাজ করুন, কথার কিছু সাশ্রয় করুন। কাজ বেশী করুন, কথা কম কন। কথা বেশী কাজ কমে উপকার হবে না। এখন আমাকে উঠতে হবে। আপনারা বসুন।

যদু। না, আমরা আর বস্‌বো না; রাত হয়ে গেছে, চল সকলেরি যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হাওড়া প্ল্যাটফরম—মান্দ্রাজ মেল।

আরোহিগণ মনোজ ও জনেক আত্মীয়।

মনোজ। এই যে এই গাড়ীটায় উঠুন, ওটা দেখ্‌ছি Reserve করা আছে।

আত্মীয়। Reserve করা আছে বটে, (গাড়ীতে উঠিয়া) তুমি বাবু আজ আমার বড়ই উপকার করলে, এখন বাড়ী যাও, রাত হয়েছে।

মনো। আজ্ঞে যাই এই যে, গাড়ীটা ছাড়ুক, তাড়াতাড়ি কি?

(কয়েকজন মাড়োয়ারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক এবং একজন টিকিট-কলেক্টটারের প্রবেশ)

১ম মাড়ো। বোলো সাহেব বোলো, হামারা গাডী কিধীর হ্যায় (পশ্চাৎ চাহিয়া স্ত্রীলোকগণের প্রতি) আরে—আয়ো হো, জল্‌দি জল্‌দি আয়ো। সাহেব, কাঁহা কাঁহা? আয়ো আয়ো।

টি-কা। You Babu এই ঠো তোমারা গাড়ী হ্যায়।

১ম মাড়ো। (সঙ্গীগণের প্রতি) আরে ইধীর ইধীর আয়ো, ইহাঁ গাডী হ্যায়, ইধীর আয়ো। সাহেব, হামারা আউর এক রিঁসারভড গাডী হ্যায় সাহেব। (সঙ্গীগণের প্রতি) চলো, ইসমে চলো, আরে গাডী মে উঠো না। সাহেব, দুসরা গাডী সাহেব?

টি-ক। You Babu devil দুসরা গাড়ী, কোই চিটী হ্যায়।

১ম মাড়ো। চিটি, হ্যায় সাহেব চিটি হ্যায়। আরে চিটি চিটি কিধীর চিটি হ্যায়, কিস্‌কে পাশ চিটি হ্যায়, আরে চিটি কিসকে পাশ হ্যায় মুনিম জী?

২য় মাড়ো। হাঁ, লেও ইয়ে চিটি লেও। (প্রদান)

১ম মাড়ো। ইয়ে লেও সাহেব চিটি লেও, (দিয়া) সব কোই ইয়ে গাডীমে উঠ্ গেয়া আচ্ছা হ্যায়, দুস্‌রা গাডীমে হাম্‌লোক উঠেঙ্গে। সাহেব দুস্‌রা রিসারভড গাডী সাহেব?

টি-কা। (পত্র পাঠ করিয়া) 295, Here Babu your compartment, ইধার হ্যায় বাবু।

প্র মাড়ো। (গাড়ীর মধ্যে স্থিত সকলকে) উৎরো সব জল্‌দি উৎরো, ইয়ে গাডী হামারা রিসারভড হ্যায়, উৎরো। সাহেব, মুনিমজী আইয়ে। (স্ত্রীলোকদের প্রতি) আরে তুলোগ কোই আয়েগি, ইস্‌মে আয়েগি, নেহি নেহি, আচ্ছা উসিমে রহো। বাবুজি, সব উৎরো।

মনো। ইয়ে আপ্‌কা Reserved হ্যায় লেকেন লিখ্যা কাঁহা হ্যায়।

প্র মাড়ো। ক্যা লিখ্যা নেহি হ্যায় তো রিসারভড নেহি হ্যায়? উতার দিজিয়ে সাহেব, সাহেব উতার দিজিয়ে। মজেমে সব বৈঠো হো। সাহেব!

আত্মীয়। নাম্‌তে হবে না কি মনোজ ?

টি-ক। You shall have to vacate this compartment, Babu, it is reserved.

মনো। Yes I see, but how it is that it bears no ticket. There is nothing to show that it is a reserved compartment, how are we to know it then? It much inconveniences a passenger to shift from one compartment to another you know. (সকলের অবরোহন ও অন্য গাড়ীতে আরোহণ)

টি-ক। (মাড়োয়ারীকে) চলো Babu চলো time নেহি হ্যায়।

প্র মাড়ো। (সকলে উঠিতে উঠিতে) ঠিক হ্যায় সাহেব ঠিক হ্যায়। (একটী টাকা হাতে দিয়া) উস্‌মে চাবী দে দিজিয়ে সাহেব, আউর ইস্‌কো সাহেব মেহেরবাণি কর্‌কে সাহেব খুলা রাখ দিজিয়ে।

[চাবী দিয়া টিকিটকলেক্টারের প্রস্থান।

(জনেক মাতাল সার্জ্জনের প্রবেশ)

সার্জ্জ। Gad, a train load of girls (স্ত্রীগণকে) টোম কোন্ হ্যায়।

প্র মাড়ো। (দ্বিতীয় গাড়ী হইতে) ক্যা হ্যায় সাহেব ?

সার্জ্জ। (স্ত্রীগণের গাড়ীর দরজায় ধাক্কা মারিয়া) টোম পাঞ্জাবী হ্যায়, হাম্ গোরা হ্যায়, আয়ো লড়েগা।

প্র মাড়ো। (কাঁপিতে কাঁপিতে মুখ বাড়াইয়া গাড়ীর মধ্য হইতে) সাহেব ?

সার্জ্জ। Ho Ho Ho! (মাড়োয়ারীকে হাতের বেত মারিয়া) টোম পাঞ্জাবী হ্যায়, হাম গোরা হ্যায়, লড়েগা। (স্ত্রীগণের দরজায় আঘাত)

(পাশের গাড়ী হইতে তিনজন গোরার অবরোহণ)

প্র গোরা। What they have got there.

সার্জ্জ। টং টং টং (প্রথম মাড়োয়ারীকে বেত মারিয়া) ডং ড্যাং ডং (স্ত্রীলোকের দরজায় বেত মারিয়া) ho ho ho, কেয়া লড়েগা (দরজার glass ঠেলিতে ঠেলিতে) খোল দেও you Punzabee.

দ্বি গোরা। Why not enter Joany.

প্র গোরা। They have locked it I suppose.

দ্বি গোরা। Then I will get in by the window. (তদ্রূপ চেষ্টা)

প্র মাড়ো। আরে জানেলা খোল্‌তা হ্যায় হো।

দ্বি-মাড়ো। পোলিস নেহি হ্যায়?

প্র মাড়ো। নেহি জি, খোল ডালা।

সার্জ্জ। হাম গোরা লড়েগা (মাড়োয়ারীদ্বয়কে বেত মারণ)

প্র-মাড়ো। (যোড়হাতে) সাহেব হুজুর। (কম্পন)

মনোজ। (অগ্রসর হইয়া) আব উৎরনেকা হিম্মত নেহি হ্যায়। উধার জানেনা লুঠ লেতা হ্যায় ইধার বোল্‌তা হ্যায় সাহেব হুজুর, Shame. (গোরাদিগকে) I say what business have you got here.

তৃ-গোরা। You damn bloody devil. (মুষ্ট্যাঘাত চেষ্টা)

মনো। (ঘুসী ধরিয়া লইয়া) Get out from the window, let them alone, wemen are wemen all over the world, and you should not violate their modesty I say.

প্র-গোরা। Here is for your say devil (ঘুসী)

মনো। And here is your reply.

(উভয়ের মারামারি এবং প্রথম গোরা আঘাতিত হইয়া পতন)

তৃ-গোরা। What ? have you killed him, tit for tat boy.

(দ্বিতীয় গোরা নামিয়া আসিয়া দণ্ডায়মান, তৃতীয় গোরা ছোরা লইয়া মনোজকে আঘাতের চেষ্টা, হঠাৎ মনোজের সরিয়া যাওয়ায় উহা দ্বিতীয় গোরার হৃদয়ে প্রোথিত হয়। দ্বিতীয় গোরার পতন, তৃতীয় গোরার হাত হইতে মনোজের রক্তাক্ত ছোরা কাড়িয়া লওন)

মনো। What have yon done ! you have killed him !

তৃ-গোরা। You damn swine ? I will kill you (মারামারির উদ্যোগ)

(দ্রুতবেগে মিঃ র‍্যাটনের প্রবেশ)

সার্জ্জ। (মনোজের হাত ধরিয়া) In kings name you are my prisoner, hand me over the dagger (ছোরা লওন)

(অপর গাড়ী হইতে অনেক সাহেবের আগমন)

দ্বি-গোরা। I am dying Bob. The wound has gone to m y very heart and I dont think I shall survive it.

উক্ত সাহেব। Send him to an hospital at once, you fools run for a gharry.

[প্রথম গোরার প্রস্থান।

(ষ্টেসন-মাষ্টারের প্রবেশ)

উক্ত সাহেব। Here Mr. S. M. there is a damn case here. The brutes quarrelled amongsts themselves and this Babu, and have stabbed one of their own fellows, they shall take him to an hospital at once. The hurt is serious I suppose. Is the train going to start !

ষ্টে-মাষ্টার। Yes !

উক্ত-সাহেব। I too shall clear off then, do as needful, if required I will give my evidence as I have seen it all through and through. Here is my card, good night. (পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ)

ষ্টে-মাষ্টার। Good night. (নীল বাতি দেখাইলেন, ট্রেণ চলিয়া যাইতে লাগিল)

(পাল্কী লইয়া বাহকগণের প্রবেশ)

পটপরিবর্ত্তন।

পঞ্চম দৃশ্য।

নীহারের বৈঠকখানা।

নীহার, হুসেন, কেশব ও দয়াল আসীন।

দয়াল। কি ব্যাপার বল দেখি ?

নীহার। আজই তো Magistrate sessionএ case দিলেন, কালই caseটী Hight court এ উঠবে।

কেশব। খুন করা কি প্রমাণ হয়েছে ?

নীহার। একরূপ প্রমাণ হয়েছে বৈ কি ! ছুবেটা গোরা আর Surgeon বলেছে, স্বচক্ষে দেখেছি, ছোরা কোমর থেকে কেড়ে নিয়ে মেরেছে। Inspector বলেছে দূর থেকে ছোরা কেড়ে নিতে দেখে আমি দৌড়ে যাই, গিয়ে দেখি, খুন হয়ে পড়ে আছে।

কেশব। ঘায়েল গোরাটা গ্যাছে না আছে।

নীহার। অমনি এক রকম সশেমিরে আছে এখনো বটে, কিন্তু যাবে।

কেশব। আচ্ছা, ধর, যদি নাই যায়, তবে murder হবে কি প্রকারে ? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এখনো বাঁচ্‌তেও তো পারে।

হুসেন। Charge হচ্ছে dangerous assualt with intent to murder. Prosecution এখন motive দেখাচ্ছে যে, খুন করাই উদ্দেশ্য ছিল, আঘাতও সেই উদ্দেশ্যেই হয়েছে, অতএব যদি Guilty হয়, তবে capital punishment পাবার যোগ্য।

দয়াল। আচ্ছা, গোরাটার একটা হেস্ত নেস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কি caseটা postpone রাখ্‌তে পারা গেল না ?

হুসেন। কই আর হ'ল, Government caseটা খুব তাড়াতাড়ি finish কর্‌তে চায়, কারণ, শাস্তি না দিলে অর্থাৎ বিচার শীঘ্র শীঘ্র না কর্‌লে গোরা বেটারা না কি বলেছে যে, তারা একটা কাণ্ড করে বস্‌বে।

কেশব। সত্য না কি ? বল কি ?

নীহার। এইরূপ তো জনরব। কথাটার সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু Governmentএর undue haste দেখে সন্দেহ হয়।

দয়াল। এখন উপায় ?

হুসেন। case তো sessionএ গেলই, আর ওখিরা তো কিছুই হয়

ন্যাই। শেষ বেলায় তাড়াতাড়ি বুঝি A. Choudhary গিয়ে পড়েছিল, জানাশুনা তো কিছুই ছিল না।

নীহার। আর আমরাই খবর পেলাম প্রায় বেলা দশটার পর। পত্রিকায় প্রথমে পড়ে, তবে Police courtএ গিয়ে দেখি, আমাদেরি মনোজ বটে।

দয়াল। Caseটা কিরূপ impression create করেছে?

নীহার। মনোজ যে খুন করেনি, তা নিশ্চয়, কিন্তু innocence প্রমাণ করা বড় শক্ত। তিন চারটে Eye witness সাক্ষী রয়েছে, তার উপর Inspector Mr. Rattan নিজে তদ্বির করছে।

কেশব। Counsel কাকে দেওয়া হ'ল?

নীহার। কাল ঢের লোক দাঁড়াবে। Jackson এবং Garthকে তো fees দেওয়া হয়েছে, চক্রবর্ত্তী, চৌধুরী, মিত্তির এরাও দাঁড়াবে। সহরময় একটা হৈ চৈ পড়ে গ্যাছে কি না, বাঙ্গালী হয়ে তিন চারটে গোরাকে মেরেছে, তার উপর আবার একটা গোরা খুন, এ কি কম কথা?

দয়াল। তা ত বটেই, কিন্তু কথা হচ্ছে, মনোজকে উদ্ধার করা যায় কি প্রকারে? সুধু নির্দ্দোষ বল্‌লে তো আর হবে না, প্রমাণ দেখাতে হবে। মকদ্দমাটা বড় সঙ্গীন মকদ্দমা। যে আত্মীয়কে গাড়ীতে তুলে দিতে গেসলেন, তিনি কি বলেন?

নীহার। তিনি কাল প্রাতে ফিরে আস্‌বেন, একেবারে High courtএ তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হবে।

কেশব। আর সে মাড়োয়ারীগুলো?

নিহার। তাদের তো কোন পাত্তাই নাই। সব খবরের কাগজে

Advertisement দেওয়া হয়েছে, দেখা যাক্, যদি কাল পরশুর মধ্যে কোন সংবাদ পাওয়া যায়।

দয়াল। তবেই তো!

কেশব। কিছু ভয় নেই দয়াল বাবু, মকদ্দমায় কিছু হবে না। মনোজ বাবু নিশ্চয়ই খালাস পাবেন। বাবা, তিন তিনটে গোরা, আবার তাদের সঙ্গে একটা Surgeon, এদের সঙ্গে একজন মাত্র বাঙ্গালী ঝগ্‌ড়া কর্ত্তে সাহস করে! মনোজ বাবুর versionই ঠিক। ও বেটারা আপনা আপনি ঝগ্‌ড়া করে খুনোখুনি হয়েছে, একটি বাঙ্গালী পেয়ে ধরিয়ে দিয়ে এখন সাধু হতে চাচ্ছে, আর উপরন্তু সেই Inspectorটার grudge তো আছেই, কিন্তু মিথ্যা কথা কতক্ষণ টেক্‌বে?

দয়াল। কথাগুলো যে মিথ্যা, তার প্রমাণ কি? বরং কথাগুলো যে সত্য, তার প্রমাণ যে চারটে লোক দেখেছিল, সে চারটে লোকই বল্‌ছে যে, হ্যাঁ ওই মেরেছে। একটা উপায় ছিল, যদি সবাই সেজে গুজে মিথ্যা সাক্ষী দিতে যেতে পারা যেত, কিন্তু তারো তো কোন সুবিধা দেখি না, একে সময় নেই, তায় সেখানে কেউ ছিলাম না, সুতরাং কিছুই জানি না। caseটা তবে দাঁড়ায় কি করে?

কেশব। হাঁ হে বেশ বলেছ, এ বিষয়ে একবার Counselএর কাছে পরামর্শ লওয়া যাক্। চলুন নীহার বাবু, আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই।

নীহার। চলুন যাওয়া যাক্। সত্য কি লোকটা প্রাণ হারাবে?

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হাইকোর্ট—সেসন-গৃহ।

জজ ও জুরিগণ, ব্যারিষ্টারগণ, ইন্‌স্‌পেক্টর ও আসামীবেশে মনোজ, দর্শকবৃন্দ ও সার্জ্জনগণ প্রভৃতি।

মনোজপক্ষীয় ব্যারি। My Lord and gentlemen of the Jury, now in conclusion of my argument I have only this much to add, as I believe I have sufficiently convinced you of the innocence of the prisoner. Look at his mein, does he look like a murderer ? Born of the highest cast of Hindu society, imbued with the best blessings of high education, he certainly is the last man on whom you can lay a charge of such a crime as this. But Police can work wonders, and a wonder they have wrought up here which fortunately can be so well explained by the grudge and malice borne to my client by the prosecuting Court Inspector. Eliminate his evidence from the records and the prisoner needs no further reasoning to prove his innocence. I hope gentlemen you will feel no hesitation in pronouncing his acquital, the whole bar expects it, the conflicting prosecuting evidence warrants it, and last though not least Justice demands it. Gentlemen, I have nothing more to say.

Govt প্লীডার। One word my Lord, my learned friend has needlessly dragged in the bad name of police this case. The police in the present instance has done nothing beyond being instrumental in putting prosecuting evidences together. The Court Inspector said what he saw, and which for the sake of justice and for the sake of his profession he could never have left unsaid. The prisoners high education, and still more higher parentage have given him such a clever knowledge of subtle reasonings, that through their help he once escaped from the bill of incendiarism, next they saved him from the charges of thrashing his own Professor, and now he confidently expects—his very mein shows that—that the dying man's curse too would not be able to reach him. But there the still fresh blood demands Justice from you. and we expect that you should never permit a murderer to go scot free. And above all, you should remember. gentlemen of the Jury, that in a case like this the Government can ill allow a culprit to escape unscathed through legal quibbles and sentemental sermons.

জজ। Gentlemen of the Jury, much valuable time has been spent over this which I can safely say is a

simple case. The facts as put forth by the prosecution and also admitted by the accused are these—that on the night of 23rd instant, the deceased a private of 29th cavalry was stabbed which subsequently caused his death. The doctors evidence clearly maintains that the injuries he then received account for his death. So far there is no two version of the case. But now begins the contests between the parties. The prosecution puts forward that three men, privates of 29th cavalry, somewhat under the influence of intoxication were busy quarreling amongsts themselves, before a reserved Inter class compartment which contained native females. The Babu—the prisoner—apparently finding them thus quarrelling amongsts themselves mistakenly—so the prosecution suggests—thought they were abusing the modesty of the females, and coming forward tried to disperse them rather high handedly. This caused an affray and the Babu finding himself worsted wrenched the dagger from the belt of Gerald the third prosecuting witness, with which he struck the deceased that caused his death. This is the story of the prosecution, and their four witnesses substantially corroborate this statement the

police inspector Mr. Ratton having caught the prisoner redhanded after the fatal blow. On the other hand, the version of the defence is that the soldiers were not only abusing the females but were making attempts to enter the locked compartment through an window when the Babu came up and protested against their behaviour. This caused an altercation amongsts them when Gerald tried to stab the prisoner who eluding it the blow struck the deceased and caused his death. This is what is put forth by the accused, but he could bring forward no witness to substantiate his statements. His only one witness—a near relative of his own—and a passenger of the very next compartment but one can say nothing regarding the altercation and stabbing. I much regret the absence of any other independent witness. Inspite of extensive advertisement the marwaries could not be found, and the gentleman who gave his card to the station master Howrah as one who has seen the incident through could not be approached, his card having got lost either by the police inspector or by the resident hospital surgeon. However we have carefully gone through the evidences available, and

the learned counsels on both sides have very minutely elucidated many intricate points of the case. I now beg to call upon you to help me with your decisions by declaring whether this man is guilty of premeditated murder, or of grievous hurt amounting to murder, or is not guilty of any of the both accounts.

[জুরিগণের অন্য গৃহে গমন।

(কিঞ্চিৎ পরে জুরিগণের প্রত্যাগমন)

জুরি Foreman। My Lord, I beg to intimate you that five of us consider him guilty of premeditated murder, 2 of grievous hurt amounting to murder, and two guilty of none of these accounts, but of accidental grievous hurt that lead to death.

জজ। Is there any chance of your coming to an unanimous decision.

উক্ত জুরি। No my Lord, we have carefully reweighed our opinions and find we can not modify the decisions we have arrived at.

জজ। (কাল টুপি পরিয়া) Prisoner at the bar—I much regret the incident that brought you to such a serious consequence and also the absence of any evidence that might have assuaged your crime. But

from the represented facts—and there is nothing to show that they are not facts—one is irresistibly led to believe that you, inspired by the present sawdeshi feelings, have committed this murder—a premeditated and brutal murder like of which we have not yet come accross in the annals of this country. The nature of your crime, the learned counsel for prosecution suggests—seriously jeopardizes the lonely lots of Europeans. Nor can I ignore the fact that the Jury too has been practically unanimous as to your having committed the murder—but they differ only as to the way of your committing it. Under the circumstances I find you guilty of culpable—grievous hurt amounting to murder and direct that on the fourth morning from this date you be hanged by a chord on a gibbet so that your life be extinct by strangulation. I give you clear three days time because as I imagine your pleader intends to appeal to His Excellency the Viceroy for mercy.

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুসুমের কক্ষ।

কুসুম ও পার্শ্বে নিদ্রিত শিশু।

কুসুম। তার বোধ হয় এখনো আসেনি, তার কি আর তবে আস্‌বে না? যে তারে তিনি প্রাণ পাবেন, আমি প্রাণ পাবো, এই ক্ষুদ্র-শিশু প্রাণ পাবে, পিতা-মাতা প্রাণ পাবেন, সে তার কি আর আস্‌বে না? দুর্গে, সে তার আনিয়ে দে মা। বুক চিরে তোমায় হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত দিব আমার এই হৃদয়-জ্বালা নির্ব্বারণ করে দাও মা। আর তা যদি না কর, যদি একান্তই তাঁকে গ্রহণ কর, তবে আমাকেও নাও। এই মাটীর শরীরে আমার কি প্রয়োজন মা, যাঁর জন্যে গড়েছিলে, তাঁকে যখন নিচ্চ, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও নাও। এ শরীর তাঁর, এ জীবন তাঁর, তাঁর অভাবে এ শরীরের, এ জীবনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই তো মা, নে মা, আমাকেও ডেকে নে মা, আর এ বিষের জ্বালা সইতে পারি না—আমাকেও ডেকে নে মা। কাল প্রভাতে এ সংসার আমার আঁধার হবে। যিনি আমার সুখ, যিনি আমার স্বচ্ছন্দ, যিনি আমার শান্তি, যিনি আমার স্বর্গ, যিনি আমার ধর্ম্ম, যিনি আমার মোক্ষ, তাঁকে হারিয়ে কি হয়ে থাক্‌ব মা! না না, আজই আমায় ডেকে নাও মা! (পতন)।

শিশু। (সচকিতে জাগরিত হইয়া) মা, তুমি কাঁদ্‌ছ?

কুসুম। (উঠিয়া) ঈশ্বর কাঁদাচ্ছেন, তাই কাঁদ্‌ছি বৈ কি বাবা,

শি। কৈ মা, বাবার কাছে যাবে ?

কুসুম। কেমন করে যাবো ধন, তিনি কোথায়, তা ত জানি না।

শি। কেন মা, সেই যে সেই পুলিসঘরে, সেই যে কালীঘাটে যাবার সময় বাবা দেখিয়েছিলেন। চল, আমি নিয়ে যাবো।

কুসুম। তুমি নিয়ে যাবে। (স্বগত) এ কি কথা বলে খোকা, কোথায় নিয়ে যেতে চায় ? অথবা দয়াময়ী জগতজননী কি আজ খোকার কণ্ঠে অধিষ্ঠান করে আমাকে যেতে বল্‌চেন ? জনমের মতন একবার সে রাজীবপদ দেখ্‌তে পাব ব'লে।

শি। হ্যাঁ মা, আমি নিয়ে যাবো, তুমি যাবে ?

কুসুম। (স্বগত) একটীবার দেখা, একটীবার দেখেও এ ভীষণ জ্বালা জুড়াব! আমার সর্ব্বস্বধন সেই চরণপদ্ম দেখ্‌বার জন্যে কোথায় না যেতে পারি ? ভীষণ সাগরগর্ভে বিপুল প্রান্তরে, দাবানল-বিমথিত গহন-কাননে—তবে কি ছার এ রাজপথ, কি ছার এ লোকলাজভয় ?

শি। মা, যাবে না মা, আমি ঠিক নিয়ে যেতে পারবো।

কুসুম। যাব বৈ কি বাবা।

শি। তবে আমাকে এই কাপড়-জুতা পরিয়ে দাও, বাবু না হলে আমি যেতে পার্‌ব না।

কুসুম। এস (কাপড় পরাইতে পরাইতে স্বগত) নয়নের মণি, আমার অঞ্চলের ধন, চল্‌, আজ তোরে লয়ে তাঁর কাছে যাই, যাঁর দয়ায় তোর মতন অমূল্য রতনে পেয়েছি। পাষাণ প্রাণ হয়ে, অভাগিনীর মায়া যদিও তিনি কাটেন, কিন্তু দেখিব কোন যাদুবলে তোর মায়াও বিস্মৃত হয়ে তোরে ত্যাগ করে যান ! (প্রকাশ্যে) কাপড় পরা হয়েছে তো, যেতে পারবে ?

শি। হ্যাঁ, পারবো বৈ কি! রস, একটা লাঠি নিয়ে আসি, যদি পাহারা-ওলাদের সঙ্গে লড়াই টড়াই কত্তে হয়।

[লাঠী লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজেন্দ্রনাথের ঠাকুরঘর।

(ভবতারা শয়ান—রাজেন্দ্র বাবুর প্রবেশ)

রাজেন্দ্র (দেখিয়া) নিদ্রিত, ঘুমাও গিন্নি ঘুমাও, এখনো পাঁজরের প্রতি অস্থিতে ছিদ্র হয় নাই, এখনো হৃদয় ফুসফুসশূন্য হয় নাই, এমন ঘুমও বোধ হয় আর এ জীবনে হবে না। কল্যকার কাল প্রভাতে অভাগিনী পুত্রহারা হবি, নয়নতারা হারা হবি, তার পর আর কি ঘুমাতে পাবি? মা দুর্গে, এ কি করলে, তিনদিন অনশনে অনিদ্রায় তোমার পদতলে পড়ে রয়েছে, তবু কি তুমি এই দুঃখিনীর প্রতি মুখ তুলে চাইলে না? বুক যে ফেটে যায় মা, ফাঁসীতে অমন পুত্র-রত্ন হারাব, সে পুত্রকে কি মা তুইও ফিরে দিতে পারবি না। নির্দ্দোষে ফাঁসী; ধর্ম্ম কি সত্যই কলিকালে নাই মা?

ভব (জাগরিত হইয়া) এসেছ? মনোজ কোথায়? তাঁকেও তো নিয়ে এসেছ?

রাজে। তার এখনো আসেনি গিন্নি।

ভব। তবে কি তুমি একাই ফিরে এসেছ; সে তার বুঝি আর আসবে না—মা? (মূর্চ্ছা)

রাজে। এ কি? (জল দিতে দিতে) স্থির হও, স্থির হও গিন্নি, ওরে,

কে ওখানে আছিস্, কেউ নাই কি এখানে, বিপদের সময় কেই বা থাক্‌বে।

ভব। (চেতনান্তে) হ্যাগা, সত্যই কি আর আমার মনোজকে আমি পাব না? ফাঁসীতে দিবার জন্যই কি তাকে এত যত্নে, এত কষ্টে এত বড়টী করেছিলেম?

রাজ। স্থির হও গিন্নি, স্থির হও, অত উতলা হয়ো না।

ভব। স্থির হবো, কি করে স্থির হবো, প্রাণের ভিতর দপ দপ করে আগুন জ্বলে উঠছে, সে আগুন কি করে নিবাবো? তুমি হয় ত বুঝতে পাচ্ছ না, পুত্রহারা হলে মার প্রাণে কি যাতনা হয়; ওগো, বত্রিশটী নাড়ীর বত্রিশ মুখ দিয়ে যে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে, বুক যে শূন্য হয়ে পড়েছে। তোমার পায়ে ধরি, আমার মনোজকে আমায় এনে দাও, তুমিই তাকে দিয়েছ, তোমার কৃপায় আমি তাকে এত বড়টী করেছি, আজ তুমি মনোজকে আমায় এনে দাও।

রাজ। কাতর হয়ো না গিন্নি, মন স্থির করে ঈশ্বরকে স্মরণ কর, তিনিই আমাদের মনোজকে এনে দেবেন।

ভব। ঈশ্বরকে স্মরণ করব? ঈশ্বর কি আছেন? এ কালকালে ঈশ্বর নাই! ঈশ্বর যদি থাক্‌তেন, তবে আজ বাছার জন্য ফাঁসীকাঠ প্রস্তুত হবে কেন? সতী-সাবিত্রী বৌমার কপাল আজ ভাঙবে কেন? না না, ঈশ্বর নাই—ঈশ্বর?—আমার ঈশ্বর তুমি; তুমিই আমার জীবন্ত দেবতা। বাল্যে অতি শৈশবে ঐ পা দেখে সংসারে নেমেছিলেম, ওরি বলে সংসারের সকল সাধ আমার মিটেছে, এখন এ মর্ম্মান্তিক যাঁতনা এ বুড়া বয়সে আর দিও না। দেবতাকে চিনিতে পারি নাই তোমাকে চিনিয়াছি, তোমার কাছে ভিক্ষা চাই, মনোজকে আমার এনে দাও, বাছাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ো না।

রাজ। গিন্নি, অমঙ্গল ভাবনা ভেব না, কুচিন্তা করো না, ভয় নাই, অমঙ্গল কথনই হবে না। ইংরেজের রাজত্বে অবিচার হলেও ঈশ্বরের রাজত্বে কথনই অবিচার হবে না। মানুষের যা সাধ্য, তা আমি করেছি। নীহার আর কেশব দুটী ছেলেকেই সিমলায় পাঠিয়েছি, সেখানে বড় লাটের কাছ থেকে আদেশ পেলেই তারা তার করবে। নহিলে বড় লাটের কাছে প্রাণভিক্ষার আরজি আবার পেশ করবে। এখানে যে দড়া সরবরাহ করে, বিস্তর অর্থব্যয় করে তাকে সম্মত করেছি, সে এমন একটী আরকে দড়ীগুলি ভিজিয়ে রেখে দেবার পর দেবে, ভার পড়বামাত্রই সে দড়ী ছিঁড়ে যাবে। ডাক্তার যিনি, তাঁকেও ঘুষ দেওয়া হয়েছে, আর যে সাহেব সব দেখ্‌বে শুন্‌বে, তাঁকেও নজর দেওয়া হয়েছে। যে কোনরূপে হউক কেবল সময় কাটাতে হবে। কাল যে তার আসবেই তা নিশ্চিত। ওদিকে বিলাতে রাজার কাছেও প্রাণভিক্ষার তার করেছি, তিনি দয়াময়, ভিক্ষাপূর্ণ নিশ্চয়ই কর্‌বেন। যদি আয়ু থাকে গিন্নি, মনোজকে এ যাত্রা নিশ্চয়ই ফিরে পাবো। তুমি স্থির হও। উতলা হয়ো না কাতর হয়ো না। তোমাকে কাতর দেখ্‌লে আমি যেন নিস্পন্দ হয়ে পড়ি, আমার যেন হাত-পা আসে না। দেখ, তোমাকেই ভরসা করে আমি এ সংসারে নেমেছিলেম, এখনো আমার এ সংসারের ভরসা তুমি তোমাকে ব্যাকুল দেখ্‌লে আমিও অস্থির হয়ে পড়ি। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমার ২০ বৎসর মাত্র বয়স, আমি তোমাকে ঐ ক্ষুদ্র গৃহে আনি। তখন রেলির বাড়ী আমি সামান্য সরকার ছিলাম, ১২টী মাত্র টাকা বেতন পেতেম। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরে এসে তোমায় দেখ্‌লে যেন সকল কষ্ট বিস্মৃত হতেম। তোমার সেবায়, তোমার যত্নে পরদিন

যেন দ্বিগুণ বল লয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতেম। তোমারি পুণ্যে গিন্নি, আজ আমি এই যৎকিঞ্চিৎ আহরণ করেছি; তুমিই আমার বল, তুমিই আমার বুদ্ধি,এ বিপদের সময় আমায় তুমি বলহীন করো না, এ বিপদের সময় আমাকে বুদ্ধিহীন করো না। কাঁদ্‌বার সময়, শোকের সময় অনেক পাওয়া যাবে, এখন ধৈর্য্য ধর, স্থির হও।

(স্বর্ণলতার প্রবেশ)

স্বর্ণ। মা বৌ, কোথা গেল, খোকাকে বৌকে তো কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

ভব। বৌমা? কোথায় গেলেন? খোকাকে না ঘুমাতে নিয়ে গেলেন?

স্বর্ণ। খোকার জুতা নেই,জামা নেই,যেন জামা জুতা পরিয়ে বৌ তাকে নিয়ে কোথায় গেছে।

ভব। এ আবার কি কথা, কোথায় যাবেন?

রাজ। বিপদের সময় উপর্য্যুপরি বিপদই এসে থাকে। এ সময়ে ব্যাকুল হয়ো না। স্বর্ণ নীহারদের ঘরে সন্ধান নাও দেখি।

[স্বর্ণের প্রস্থান।

তুমি বৃথা কান্নাকাটি করো না, ওঠো। কেবল কান্নাকাটি করে কি কিছু ফল হয়ে থাকে? আমি বাহিরে গিয়ে সন্ধান সংবাদ লই গে, না জানি বৌমা আবার কি সর্ব্বনাশই করে বসেন।

ভব। যা করবার তা কর, আমার তো আর হাত-পা আস্‌ছে না।

পটপ্রক্ষেপ।

তৃতীয় দৃশ্য।

অনঙ্গের কক্ষ।

(অনঙ্গ, নীহারের মাতা ও স্বর্ণলতার প্রবেশ)

স্বর্ণ। এখন কোথায় খুঁজি দিদি ?

অনঙ্গ। আমার কিন্তু ভাই নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, বৌ আর কোথাও যায় নাই সরাসর সেই কয়েদখানার দিকেই গিয়েছে,একবার শেষ দেখা দেখ্‌বার আশায় গিয়েছে !

নী-মা। জানি না বাবু, এই অন্ধকার রাত্রি, রাস্তায় লোক গিস্‌ গিস্‌ কচ্ছে, কেমন করে বৌ-মানুষ একাটী বাড়ী ছেড়ে বেরুলো গো ! চারিদিক খুঁজেছিস্‌ তো, বাড়ীর মধ্যে কোথাও গুঁজ্‌ড়ে মুজ্‌ড়ে পড়ে নাই তো ?

স্বর্ণ। না জ্যেঠাইমা, খোঁজবার আর কোথাও বাকী রাখি নি। আহা, মা তো একে দাদার শোকেই পাগল, তার উপর আবার এ কি বিপদ্‌ ?

নী-মা। তা শোক হয় না গা, কিন্তু শোক কর্‌লেই তো আর চল্‌বে না, উঠে বোস্‌তে হবে, চারিদিক্‌ দেখ্‌তে হবে। বাড়ীর গিন্নী হওয়া মহা দায় গো।

অনঙ্গ। একে মার প্রাণ, তায় অমন পুত্ররত্ন কি সবার ভাগ্যে মিলে ?

স্বর্ণ। এখন কি করি ভাই ?

অনঙ্গ। মা, একটী কথা বল্‌ব ?

নী-মাতা। কি মা ?

অনঙ্গ। মেহেরের বাড়ী একবার যাবো ? মেহেরকে বলে তাঁর ভাই[illegible]

যদি পাঠাতে পারা যায়, তিনি নিশ্চয়ই বৌকে খুঁজে বার কর্‌তে পারেন।

স্বর্ণ। চল না ভাই, হ্যাঁ জ্যেঠাইমা, যাই না মা?

নী-মাতা। ও মা, তারা যে মুসলমান।

অনঙ্গ। আমি তো আর তার কাছে পূজো শিখ্‌তে যাব না। মানুষের সন্ধান নিতে মানুষের কাছে যাবো, তাতে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বাছবার আবশ্যক কি মা? মেহের নহিলে আর তো কোন উপায়ও দেখি না।

স্বর্ণ। জ্যেঠাইমা, তোমার পায়ে পড়ি জ্যেঠাইমা, যেতে দাও না মা?

নী-মাতা। তোমরা দুটীতে ছেলেমানুষ, একলা কি করে যাবে গো?

অনঙ্গ। ঝি সঙ্গে নিয়ে যাবো, কোচম্যান-সহিসও সঙ্গে থাকবে, ভয় কি মা? (নেপথ্যের দিকে) ও ঝি, গাড়ী একবার শীগ্‌গির করে জুতে বল্ তো।

(নেপথ্যে) বলি।

অনঙ্গ। (পূর্ব্ববৎ) শীগ্‌গির শীগ্‌গির জল্‌দি জুতে বল্।

(নেপথ্যে)। ইস্! তাড়া দেখ, কেন গা, দাদাবাবুকে আন্‌তে যাবে না কি?

অনঙ্গ। (সলজ্জে) মরণ আর কি! মা, তবে আমরা যাবার উদ্যোগ করি গে?

নী-মাতা। দেখি মা কর্ত্তাকে বলে দেখি, তিনি কি বলেন, যে দিন-কাল পড়েছে, তোমাদের একটী ঝির সঙ্গে ছেড়ে দিতে তো বাবু ভরসা হয় না।

[প্রস্থান।

অনঙ্গ। (পশ্চাৎ গিয়া) কিছু ভয় নেই মা। (প্রত্যাবর্ত্তনান্তে) আর ভাই স্বর্ণ, মেহেরের ভাই দাদার খবর জানেন, তিনিই ঠিক বৌকে খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌বেন। ও মুসলমান টুসলমান ভাই আমি মানি না; মানুষ আমরাও যেমন, মেহেরো তেমনি, কেমন নয় কি ভাই?

স্বর্ণ। ধর্ম্ম আলাদা বলে মানুষও কি আলাদা হবে না কি? এখন চল ভাই, আমার প্রাণটী খালি কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, ও মা, আমাদের কি হবে গো? (ক্রন্দন)

অনঙ্গ। চুপ চুপ, এখন কি আর কাঁদ্‌বার সময়, এখন স্থির হয়ে থাক। (নেপথ্যে) ঝি, গাড়ী জোতা হ'ল? কাপড় পরে নে তো, আমাদের সঙ্গে যাবি। এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মেহেরের কক্ষ।

মেহের ও সখীগণ।

সখীগণ। (গীত)

আয় সব সখী মিলি হৃদয়-কপাট খুলি
গাই তাঁরি গুণাবলী যাঁহারি কৃপায়।
আজি এ সাঁঝের ঘোরে জোছনা ধীরে ঝরে
মৃদু বায়ু মরমরে ফুলেরে না চায়॥

গাহিছে মধুপদল গাহে তটিনীর জল
আকাশে বিহগদল গাহিয়ে বেড়ায়।
গম্ভীরে তুলিয়ে তান জলধি গাহিছে গান
শিখিবালা মুগ্ধপ্রাণ মেঘপানে চায়॥
আমাদের হৃদিমাঝে হের তাঁরি রূপ সাজে
অতুল মোহন ভাতি সুন্দর বয়ান,
এস প্রণমি তাঁহায়
সবে প্রণমি তাঁহায়॥

মেহের। হায় ক্ষুদ্র ভাষা? ভাষায় কি সখি হৃদয়-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা যায়? কিন্তু এ কি, কে যেন বিপদে পড়ে আমাকে স্মরণ কচ্চে। ঐ যে কারা এখানে আস্‌ছেন। নীহার বাবুর স্ত্রী আর মনোজ বাবুর ভগিনী নয়?

(স্বর্ণ ও অনঙ্গের প্রবেশ)

আসুন আসুন ভগিনীগণ, আজ আপনাদের আগমনে আমার কুটীর আপনাদের পদধূলিলাভে চরিতার্থ হ'ল।

অনঙ্গ। অমন কথা বল্‌বেন না। আপনি নবাবকন্যা, আমরা অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আজ কিন্তু অতি কাতর হয়ে আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

মেহের। আদেশ করুন, কি কর্‌তে হবে। অধীনীকে আপনাদের দাসী বলেই জান্‌বেন।

অনঙ্গ। মহতের যোগ্য কথা বটে। আজ সন্ধ্যার পর থেকে দাদার স্ত্রীকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ভয় হয়, অভাগিনী স্বামী-বিরহে ব্যাকুলা হয়ে পুত্রটীকে লয়ে হয় তো সেই কয়েদী-

গৃহের দিকেই গিয়েছে। এখন আপনি যদি আপনার ভাইকে বলে এর একটী ব্যবস্থা করেন, তা হলেই হয় তো তারা উভয়ে রক্ষা পেতে পারে।

মেহের। কি সর্ব্বনাশ! যখন বিপদ্ আসে, তখন এমনি করেই আসে বটে; তা না জানি এখন আপনার মার প্রাণ কি কচ্ছে!

স্বর্ণ। পুত্রশোকে তিনি তো একপ্রকার পাগলই হয়ে গেছেন, আজ তিনদিন অনশনে অনিদ্রায় ঠাকুরঘরে হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন, তার উপর এই বিপদ যে কি করে সহ্য কর্‌বেন, তা ঈশ্বরই বল্‌তে পারেন!

মেহের। চিন্তা কর্‌বেন না ভগিনি, দাদা আপনার নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাবেন। (জনৈক সখীর প্রতি) তুমি একবার শাহাজাদাকে এই সংবাদ দিতে পার?

[উক্ত সখীর প্রস্থান।

ভগিনি, ঈশ্বরই সুখদুঃখের মূল! কর্ম্মফলে দুঃখের ব্যবস্থা করেন, প্রাণভরে কায়মনে তাঁকে ডাক্‌লে সে পাপ খণ্ডন হয়ে যায়, তখন তিনিও সেই দুঃখ অপনোদন করেন। তাঁকেই ডাকুন, তিনিই এই মেঘ অপসারিত করে দেবেন। ঐ যে শাহাজাদা আস্‌চেন না? (অনঙ্গ ও স্বর্ণের অন্তরাল হওন)

(হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। এ কি সংবাদ শাহাজাদি?

মেহের। সংবাদ শুনে ভাই সাহেব আমিও স্তম্ভিত হয়েছিলাম। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব, সে স্বামী সন্দর্শনে যে যাবেন, তাতে আর বিচিত্র কি? এখন আপনি কি ব্যবস্থা কর্‌বেন?

হুসেন। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, স্বামী সন্দর্শনেই তিনি গিয়ে থাকবেন। আমি প্রথমেই পুলিসকোর্টে সংবাদ দিয়ে তার পর মনোজ বাবুর কারাগৃহে যাব। কিন্তু তিনি পথ চেনেন কি?

মেহের। কখনই না, ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে সহরের পথ কি করে চিন্‌বেন? তবে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাবেন। এখন রাত কত হ'ল?

হুসেন। ইস! প্রায় যে এগারটা। আর বিলম্ব করা হবে না, তবে আমি এখন আসি, শাহাজাদি সাহেব, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এর যা সুব্যবস্থা হয়, তা কর্‌তে ত্রুটি কর্‌বো না।

[হুসেনের প্রস্থান।

মেহের। সে কথা আপনার বলাই বাহুল্য।

(স্বর্ণ ও অনঙ্গের প্রবেশ)

স্বর্ণ। আজ আপনি আমাদের জীবন দান কর্‌লেন। প্রার্থনা করি, উনি যেন সুসংবাদ লয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; এক্ষণে আমাদের বিদায় হতে অনুমতি দিন শাহাজাদি, বাড়ীতে যে কি হচ্ছে, তা বল্‌তে পারি না।

মেহের। তাকে কাতর হতে নিষেধ কর্‌বেন। রাত্রি হয়ে পড়েছে আপনাদের জন্যও আবার হয় ত সকলে ভাব্‌ছেন, এখন তবে আসুন, আপনার দাদা ফিরে এলে আবার একদিন সকলে মিলে আমোদ কর্‌বো।

স্বর্ণ। ভগবান্ আপনার সে প্রার্থনা সফল করুন।

অনঙ্গ। তবে আসি দিদি, এ দাসীদের মনে রাখ্‌বেন, ভুল্‌বেন না।

মেহের। অমন কথা বল্‌বেন না, আপনারা কি ভুল্‌বার জিনিস? এখন আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

লালবাজার পুলিস-আবাসের একটী কক্ষ।

ইন্‌স্পেক্টার মিঃ র‍্যাটন, কুসুম ও খোকা।

মিঃ র‍্যাটন। (স্বগত) Now my darling I have got you in my cage. (প্রকাশ্যে) তোম মনোজবাবুকো দেখ্‌নে মাঙ্গতা।

কুসুম। হাঁ সাহেব।

মিঃ র‍্যাটন। (চেয়ার দিয়া) বৈঠ, ইস্‌মে বৈঠ।

খোকা। মা, এখানে বস্‌বে?

কুসুম। এখানে কোথায় বস্‌বো বাবা? সাহেব, একবার দেখা কর্‌তে দিন, বস্‌বার আমার প্রয়োজন নেই সাহেব।

মিঃ র‍্যাটন। দেগা দেগা, ঘাবড়াও মত। বারা বাজ জানেকা বাদ পাহারা বদল হোগা, তব দেখ্‌নে জানে পাগা, অভি নেহি জানে সক্তা, তোম অভি বৈঠ।

কুসুম। আমরা বাইরে দাঁড়াব, এ ঘরে থাক্‌ব না। আপনি বলে নিয়ে এলেন, এই ঘরে তিনি আছেন, আর এখন বল্‌ছেন, বারটার পর দেখা হবে। এস বাবা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। (যাইবার উদ্যোগ)

মিঃ র‍্যাটন। (দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া) Dont fly away my bird. আভি কাঁহা যাগা? Let me have my kiss darling (আলিঙ্গনোদ্যত।)

কুসুম। (কিছু সরিয়া গিয়া) দূর হও পামর! এই জন্যই বুঝি এত যত্ন করে পথ দেখিয়ে স্বামী দেখাবার ছলনায় কারাগৃহে এনে উপস্থিত করেছ? খবরদার আর একপদ অগ্রসর হয়ো না।

খোকা। (লাঠী ঘুরাইয়া) মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব, সাহেব ফের যদি এগুবে।

মিঃ র্যাটন। A pretty boy of a devil. I say dear kate তোম খামিন মাঙ্গতা, রাত কা লিয়ে হাম তোমারা খামিন হ্যা হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) ক্যাসা বাৎ, চিল্লায়ো মত।

খোকা। (দরজায় লাঠী মারিয়া) দরজা খুলিয়া দাও, নহিলে এই লাঠী এমনি করে তোমার মাথায় মারব, তার পর বাবার মতন না হয় আমিও ফাঁসী যাব, কিন্তু তোমায় মেরে যেতে ছাড়্‌ব না।

মিঃ র্যাটন। You damn devil—গোলমাল মৎ করো। শুন বিবি my darling আজকা রাত ইহাঁ রহো, হামি নে তোমারা মনোজ বাবুকা case কিয়া, অগর আজ তোম মেহেরবাণি কর্‌কে ইহাঁ রহেগা, তব কাল সবেরে জজ সাহেবকো বোলেগা, বাবু খুন নেহি কিয়া—ফাঁসী মকুব হোগা। হাম বোলেগা, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বোলেগা, তব ফাঁসী জরুর মকুব হো। আউর ইহাঁ নেহি রহেগা তো অভি দরওজা খোল দেগা, অভি খোল দেগা, লেকেন মনোজবাবুকা ফাঁসী কাল জরুর হোগা, কোই নেই রুক সকেগা। তুমসে আজ মুলাকাত ভি নেই হোগা। কিসিসে মুলাকাতকা হুকুম নেহি হ্যায়। আব বোলো তো ক্যা মাঙ্গতা, মনোজ বাবুকা জান মাঙ্গতা, ক্যা অভি জানে মাঙ্গতা?

কুসুম। (স্বগত) ঈশ্বর, এ কি বিষম সমস্যা! এক দিকে স্বামীর প্রাণ—অন্যদিকে নারীর সর্ব্বস্বধন সতীত্বরতন, ন্যূন কেহ নহে,

কাকে ত্যাগ করব? যাঁর জন্য আমি, এ শরীর যাঁর কারণ, তাঁর প্রাণের জন্য এ শরীর দিব, এ তো সামান্য কথা। কিন্তু যাহাতে স্বামী ভিন্ন অপরের নাহি অধিকার, আমি সুধু তাঁর তরে ভাণ্ডারীর প্রায় হৃদয়ে ধরিয়া আছি, তারে কেমন করে বিলাব? প্রাণ চায় দিতে পারি, পারি নাক দিতে এ রতন।

খোকা। কি ভাব্‌ছ মা, ওর কথা শুনো না, ওকে বিশ্বাস করো না। বল, আমরা কিছু চাই না, বাবাকে দেখ্‌তেও চাই না, কেবল বাহিরে যেতে চাই।

কুসুম। (স্বগত) এ কি কথা বলে শিশু, শিশুমুখে কোন দেব অধিষ্ঠান করে এমন মধুময় কথাগুলি বল্‌ছেন। যেই চাহে নারীর সর্ব্বস্বধন সতীত্বরতন ছলিয়ে ভুলায়ে আনি আনায় মাঝারে, কি প্রত্যয় তাহার কথায়? ছি ছি, কেবা শুনে পশুকথা, নর-বেশে পশু এই জন।

খোকা। মা, চল বাহিরে যাই।

কুসুম। হ্যাঁ বাবা, চল বাহিরে যাই। সাহেব, দয়া করে আমাদের দরজা খুলে দিন, আমি স্বামী-সন্দর্শনও চাই না, তাঁর প্রাণভিক্ষাও চাই না। ঈশ্বরের যাহা অভিরুচি, তাহাই হউক, আপনি দরজা খুলে দিন।

মিঃ র‍্যাটন। Oh you sweet Bess, I can't spare you. You shall be mine for to-night. আচ্ছি তরেসে সমঝো বিবি, হাম মনোজকা জান দে দেগা।

খোকা। (দরজায় লাঠী মারিয়া) তুমি দরজা খুলে দাও, আমরা কিছু চাহি না।

মিঃ র‍্যাটন। চুপ রও—you son of a bich—ইধার বৈঠো। আও

my dear গোলমাল মত করো, গোলমাল করেগা তো তোম লোগ কা ভি ফাঁসী দে দেখা। Now give me my share of pleasure, oh you thing of beauty that is joy for ever. (হাত ধরিয়া আলিঙ্গনে অগ্রসর হওন।)

কুসুম। ছাড়্ পামর! জীবন্তে এ দেহে হাত দিতে পার্‌বি না।
(বক্ষের ভিতর হইতে ছুরী বাহির করণ।)

খোকা। (সাহেবকে লাঠী মারিয়া) খবরদার, ফের যদি—

মিঃ র‍্যাটন। (শিশুকে পদাঘাত করিয়া) You devil go to hell. (শিশুর পতন ও মূর্চ্ছা)

কুসুম। পামর! এ কি কর্‌লি, শিশু বধ করে পুরুষার্থ জানাচ্ছ, দুর্ব্বলা অবলার উপর বল প্রকাশ করে বীরত্ব জানাচ্ছ, পশুবলে ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণবধ কর্‌লি? মনে করেছ বুঝি স্বর্গে দেবতারা নাই, বজ্রে নাশশক্তি নাই, যমালয়ে নরকাগ্নি নাই, পশুবলের কাছে দুর্ব্বলের গতি নাই! তা মনে করো না। মর্দ্দিতা ভুজঙ্গিনীর বিষ কখনো ভোগ করনি, আজ কর্‌বে। এই ক্ষুদ্র লৌহফলকই তোমার হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত পান করে আমার এ দারুণ অপমানের প্রতিশোধ কর্‌বে। আজ দেখি কে তোমায় রক্ষা করে।

মিঃ র‍্যাটন। By Jove the girl is speaking fire and looks like a paragon of Amazon indeed.

কুসুম। এই দেখ্ দুরাত্মন্, বঙ্গ-রমণীর ক্ষুদ্র বাহুতে কত বল (ছুরি মারিতে উদ্যোগ ও র‍্যাটনের সরিয়া যাওন)।

মিঃ র‍্যাটন। Have caught a Tartar indeed. I say বিবি, তোমারা লেড়কা মরা নেহি। (স্কন্ধে আঘাতিত হইয়া) You swine of a hag. হাম তোমকো মার ডালেগা—(চেয়ার লইয়া

মারণ ও কুসুমের পতন, ছুরী কাড়িয়া লইয়া কুসুমের পৃষ্ঠে বসিয়া)
Now my amazon আব হামকো সাদি করো।

কুসুম। (চীৎকার করিয়া) ঈশ্বর, এ প্রেতভূমি কি তুমি সত্যই ত্যাগ করেছ, তুমি কোথায়—কে আর এ দুর্বৃত্তের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর্‌বে?

নেপথ্যে। ভয় নাই, ভয় নাই।

(পার্শ্বের জানালা ভাঙ্গিয়া হুসেনের প্রবেশ)

হুসেন। এ কি, কে তুমি, কে এ স্ত্রীলোক, এ আবার কে শিশু, এই মনোজ্ঞের খোকা নয়?

মিঃ র‍্যাটন। (উঠিয়া) Get out of my room, you damn devil of a nigger. (ছুরী মারিতে উদ্যত)

হুসেন। ও বুঝেছি, এ সকল তোমারি কীর্ত্তি, নরবেশে তুমি এখানে পশুর অভিনয় কচ্ছিলে। কিন্তু এর পূর্ণ প্রতিফল তুমি আমার কাছে পাবে। (উভয়ের মারামারি, র‍্যাটনের পতন) (মুখে লাথি মারিয়া) Have you enough or do you want any more, I say Mr. Ratton—I know you too well to forget your name—I am prepared to go with you any way you like. Do you want any more thrashings or for the present these are sufficient to permit me to take the lady and boy away without further molestation.

(সার্জ্জন ও দুইজন কনেষ্টবলের প্রবেশ।)

has nearly killed this boy and was trying to ravage the modesty of this lady. I am glad that you are come in, will you please take me again before his worship? She is the lost girl—and I believe she has some harrowing tale to tell. I must ask you to arrest this man who has so shamefully disgraced the uniform of his Majesty.

সার্জ্জন। Mr. Ratton—you had better come before Mr. Dunbar. (হুসেনের প্রতি) Please come with me. Has the boy come to his senses.

খোকা। (উঠিয়া) মা।

কুসুম। (ক্রোড়ে লইয়া) কেন বাবা?

খোকা। কোথায় যাব মা, কই মা, বাবাকে দেখা হল না মা?

কুসুম। ঈশ্বর দেখান তো দেখা হবে বাবা।

খোকা। সাহেবটা বড্ড মেরেছিল মা।

কুসুম। সে আমারি পোড়া অদৃষ্টের ফল বাবা। (গায়ে হাত বুলাইয়া দেওন)

হুসেন। আসুন, (খোকাকে) এসো, আমার কোলে এসো, আমাকে চেন তো। (খোকাকে ক্রোড়ে লওন)

সার্জ্জন। All right then come.

হুসেন। Yes

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বধ্য-ভূমি।

(সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডাক্তার, সার্জ্জনগণ, কনষ্টেবলগণ, ঘাতক ও মনোজ রেলিঙের মধ্যে, পথে বিস্তর লোক।)

ডাক্তার। (মনোজকে) তোমাকে examine কর্‌তে এসেছি— এখন কোন রকম অসুস্থ বোধ কর্‌ছ কি ?

মনোজ। (হাসিয়া) কিছু না, বিশেষ সকল কষ্টের অবসানকারী এমন ঔষধ সুমুখে থাকতে, আপনার কষ্ট করে আস্‌বার কোন প্রয়োজন ছিল না।

ডাক্তার। তা বটে, কিন্তু এটাও আমার একটী duty. কিছু খাবার ইচ্ছা আছে ?

মনোজ। কিছু না।

ডাক্তার। কাহাকেও কিছু বল্‌বার ইচ্ছা আছে, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বল্‌তে পার।

মনোজ। কই, তাও তেমন কিছুই নাই।

(পাল্কীর সহিত হুসেন ও ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ)

ম্যাজিষ্ট্রেট। (রেলিঙের মধ্যে আসিয়া) I say Mr. Jacob his wife and son have come to see him, kindly permit them to come within the arena and have their talk with him.

সুপা। Oh certainly. I have not the least objection. লে আও।

(রেলিঙের মধ্যে পাল্কী আনয়ন, কুসুম ও খোকার অবতরণ।)

মনোজ ও কুসুম ?

খোকা। বাবা, এই যে বাবা, কাল রাত থেকে তোমায় খুঁজ্‌ছি বাবা, চল না বাবা, লড়াই করে পালিয়ে যাই।

মনোজ। (ক্রোড়ে লইয়া) পালাব কেন বাবা, তোমার দাদামশাই রইলেন, ঠাকুরমা রইলেন, এঁরা তোমায় কত আদর করবেন, তুমি ভাব্‌ছ কেন বাবা ?

খোকা। দাদামশায়, ঠাকুরমা এঁরা সবাই তো থাক্‌বেন, তুমি না থাক্‌লে আমার বাবা তো থাক্‌বেন না ; আর কার কোলে বাবা বোলে উঠবো বাবা, না বাবা, তুমি চল বাবা ?

মনোজ। (স্বগত) থাম্ রে থাম্ রে শিশু, মণিময় মধুরবচনে ভাঙ্গিও না লৌহময় কঠিন হৃদয়—লোকে ভাবিবে দুর্ব্বল বাঙ্গালী প্রাণ ভয়েতে কাতর। অশ্রু আজিকার মত আর আমার নয়নে এস না ! আমার অংশভার অভাগিনী কুসুম উপরে দিয়ে যাব ; কাঁদায়ো উঁহারে যত কাল রবে বালা এ মরুসংসারে। আহা ! কুসুম ! প্রাণের প্রতিমাখানি সরলতাময়ী, কার কাছে তোমায় রেখে যাবো ? ছিঃ ছিঃ, দুর্ব্বলতা, দূরে যাও তুমি ! (প্রকাশ্যে) তুমি ভেব না বাবা, থাম। (অগ্রসর হইয়া) কুসুম, কেঁদো না, এতগুলি লোকের দৃষ্টি তোমার এবং আমার উপর পড়ে রয়েছে ; স্থির হও।

কুসুম। ভেবো না, আমি তোমার বলহরণ করতে আসি নাই, আমি তোমায় কাঁদাতেও আসি নাই, কাঁদ্‌তেও আসি নাই। কাঁদ্‌বার দিন তো অনেক পাবো ! আজ শুধু দেখ্‌তে এসেছি। জনমের মতন আজ একবার শেষ দেখা দেখ্‌তে এসেছি। কেমন করে বিধবা হয়, তাই দেখ্‌তে এসেছি ! কেমন করে আমার

এই হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে জলগত করবে, তাই দেখতে এসেছি। আমার ভাবনায় তোমাকে ক্লিষ্ট করতে আসি নাই; তোমাকে বল দিতে এসেছি। আমার জন্য তুমি ভাবিত হয়ো না, চন্দ্রশূন্য চন্দ্রমণ্ডল যেমন নিষ্প্রভ, জলশূন্য তরঙ্গিণী যেমন নিষ্প্রয়োজনীয়, প্রাণশূন্য দেহ যেমন নিষ্ফল—তোমা-হারা হয়ে এই মাটীর শরীরও তেমনই নিষ্প্রভ, নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিষ্ফল হয়ে থাকবে মাত্র, এই মাটীর জন্য তুমি চিন্তিত হয়ো না। যেখানে তুমি, সেইখানেই আমি, তোমা ছাড়া যে আমি সে কেবল চেতনাজড়িত জড় সমষ্টিমাত্র, সে চেতনাও যেন প্রাণহীন। খাব বটে, কাজ করবো বটে, ঐটুকুকে তোমারি মত যত্ন করবো বটে, কিন্তু সে খাওয়া দাওয়ায়, সে কাজকর্ম্মে, সে যত্ন ও স্নেহে আমার নিজত্ব কিছু থাকবে না। যেমন দম দিলে ঘড়ী চলে, তেমনি এ দেহ চলবে; তোমার দম দেওয়া আছে বলে—যতদিন সে দম থাকবে—ততদিন চলবে। তার পর বন্ধ হবে। এ মাটীর দেহ চলবে বটে, কিন্তু এতে আমি থাকব না, আমি থাকবো তোমার কাছে। যে অজ্ঞাত কারণ তোমায় আমায় একসূত্রে এনে মিলিত করেছে, সে মিলন অনন্ত। এ পৃথিবী কতটুকু? এ পৃথিবীতে তার শেষ নাই, এই পৃথিবীই তার শেষ নয়। পৃথিবীর সীমা অতিক্রান্ত করে সে মিলনসূত্র অনন্ত জগত ব্যাপৃত করে রেখেছে। আমাপেক্ষাও অনেক অভাগিনী দিনেক মাত্র দৃষ্ট স্বামী-হারা হয়ে চিরবিরহে দিনযাপন কচ্চে। মনে কর কি তাদের বুক পোরা ভালবাসা হৃদয়ভরা যত্ন অনর্থক হয়েছে? তা মনে করো না। ছায়া যেমন কায়া-সম্ভূত, অথচ কায়া থেকে পৃথক্; কায়ার অনুরূপ কার্য্যকরী অথচ কার্য্যে নির্লিপ্ত; সে যে ছায়া সেই ছায়া মাত্র; স্বামীহারা স্ত্রীর দেহও

সৈন্ধু ওকায়ার ছায়াবৎ মাত্র; সংসারের কাজ করে বটে, তবে নির্লিপ্ত। কিন্তু তার ভালবাসা যত্ন প্রণয় বৃথা নয়, যেখানে পুরুষ—সেইখানেই প্রকৃতি—সেইখানেই তার ভালবাসা, তার যত্ন গিয়ে স্মৃতিযোগে সমুপস্থিত হবে। নিশিদিন আমি তোমায় দেখ্‌বো, তোমায় ভালবাস্‌বো, তোমায় যত্ন কর্‌বো। মৃত্যু চিরবিরহমাত্র, শরীরের বিরহ নিষ্ফল, প্রাণের বিরহ অসম্ভব। সুতরাং আমি কাতর হব কেন, তুমিও কাতর হয়ো না। এই মাটীর ঘড়ীর দম ফুরুলে আবার উভয়ে মিলিত হব, এখন আমাকে বিদায় দাও, প্রণাম হই—আশীর্ব্বাদ কর হে চিরজীবনের স্বামী, সত্য থেকে যেন কথনো বিচলিত না হই।

মনোজ। কুসুম, সত্য থেকে তুমি কথনো বিচলিত হবে না। বহু পুণ্যফলে তোমার ন্যায় স্ত্রী আমি পেয়েছিলাম, তোমায় কিন্তু মনোমত ভালবাসা দিতে পারি নাই। তুমি আমার অনেক উপদ্রব সহ্য করেছ, তাই আজ তোমায় বিদায় দিতে প্রাণ আমার কেঁদে উঠ্‌ছে, কিন্তু কাঁদা হবে না, তুমি স্থানান্তরে যাও, এ মাঠে আর থেকো না।

কুসুম। কি বল্লে, তুমি আমায় মনোমত ভালবাসা দিতে পারনি; না না, অমন কথা বলো না, অমন কথা মনেও করো না। তোমার ভালবাসা আমি বিস্তর পেয়েছি—এই দেখ, তোমার ভালবাসার ফল। তোমার ভালবাসা—সে যে অনন্ত ভালবাসা, সে ভালবাসা কি মনোমত দেওয়া যায়? আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে আমি তোমার ভালবাসা পেয়েছি। দেখ, আমাদের দেবতাই তোমরা, যাঁরা স্ত্রীলোকদের ব্রতনিয়মের ব্যবস্থা দেন, হয় তাঁরা স্ত্রীলোকদের পরম শত্রু, নয় তাঁরা ঘোর মূর্খ। জীবন্ত দেবতা সম্মুখে

থাক্‌তে আর কাকে পূজা কর্‌বো, স্বামী গত হলে স্বামী ভিন্ন আর কার পায়ে স্মৃতিপূজা দিতে বস্‌বে? আমি কখনো কোন ব্রত-নিয়ম করি নাই, তোমাকেই পূজা করে এসেছি, তুমি প্রতিদানে যতটুকু ভালবেসেছ,সে আমার যথেষ্টেরও অধিক। মুনিরা বনে বসে ঈশ্বরের রূপ ধ্যান করেন কিন্তু স্ত্রীলোক তপস্বিনী হয়ে বনে বসে ধ্যান করেছে কোথাও শুনেছ? কোথাও না,কেন জান? প্রয়োজন হয় না। আমাদের ধ্যান করে রূপগঠনের আবশ্যক হয় না। আমরা জীবন্ত দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই, আমাদের দেবতা স্বহস্তে আমাদের পূজা গ্রহণ করেন। তুমি আমার জন্য চিন্তিত হয়ো না। আমি এখন যাই, আয় খোকা!

খোকা। (প্রণাম করিয়া) তবে তুমি আস্‌বে না বাবা, তোমাকে না দেখ্‌তে পেলে এক একবার কিন্তু আমার বড় কান্না পাবে, তখন মার কাছে গিয়ে কাঁদ্‌বো।

মনোজ। (চুম্বন করিয়া) কেন কান্না পাবে, না, কান্না পাবে না, লেখা-পড়া কর্‌বে, খেলা করে বেড়াবে, কাঁদ্‌বে কেন বাবা—এস।

(কুসুমের সহিত খোকার ফোপাইতে ফোপাইতে প্রস্থান ও হুসেনের অগ্রসর হওন।

মনোজ। হুসেন, ঐ দেখ, আমার দ্বিতীয় জীবনবৎ স্ত্রী এবং খোকা চলে যাচ্ছে। আমার উৎসাহের কারণ, আনন্দের তৃপ্তি, হৃদয়ের শান্তি—ঐ দেখ, ওরা চলে যাচ্ছে। আমার সুখের স্মৃতি,স্মৃতির সুখ, সুখের সমাধী ঐ চলে যাচ্ছে। ওরাই আমার পৃথিবীর স্বর্গ, স্বর্গের পারিজাত, অন্তরের বন্ধন, আজ ওদেরো ছেড়ে আমায় যেতে হবে; কেন? ভবিতব্যতা। ওদের প্রতি পাদক্ষেপে

আমার পঞ্জরের অস্থি সকল মড় মড় কচ্ছে। যাতনা আমার অসহ্য হয়ে আসছে— অহো ঈশ্বর! আজ আমার এ অকাল নিগ্রহ কেন জান হুসেন? ভারতবাসীর মূর্খতাই তার একমাত্র কারণ। যে মাড়ওয়ারী রমণীদের মানরক্ষার্থে আজ আমায় ফাঁসী যেতে হল, সে মাড়ওয়ারীরা কি এ সব সংবাদ পায় নি মনে কর?

হুসেন। তা আর পায় নি? পেয়েছে বই কি!

মনোজ। নিশ্চয় পেয়েছে, তবে তারা যে প্রকাশ হয়ে সাক্ষ্য দিলে না, এই ভয়ে যে, ইংরেজ রাজার জাতি, ওদের সঙ্গে ঝগড়ায় সাক্ষ্য দিতে এলে কি জানি তাদেরি বা কি হয়। তারা জানে না, ইংরেজ মাত্রেই রাজার জাতি বটে, কিন্তু ইংরেজ মাত্রেই রাজা নহে। রাজা আমাদের সেই একজন মাত্র। আমরা যেমন তাঁর প্রজা, ওরাও তেমনি তাঁর প্রজা। হায়! এই মূর্খতাই ভারতবাসীর অবনতির একমাত্র হেতু; এই দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ। তোমাদের কাছে আমার তিনটী অনুরোধ আছে। দেখ, আমাদের দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। যদি আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতেম, আমিও এই দুর্দ্দশা অপনোদনের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেম। যখন আমার ডাক এসেছে, আমার এই অনুরোধ তিনটী ভাই তোমরা জনসাধারণে প্রচারিত করো। প্রথম ভারতবাসীকে সত্য কইতে শেখাবে। আমি দেখেছি ভাই, আমরা মিথ্যা কথা কই, মিথ্যার মত নহে, ঠিক যেন সত্য কথার মতন। কথার উপর নির্ভর বা আস্থা আমরা আদৌ করি না, অথবা কথানুযায়িক কাজ করাও যে কর্ত্তব্য—তা আমরা ধারণাতেই আনি না। মুখে যাই বলি না কেন, স্বার্থ যেটুকু করতে বলবে, কাজে সেইটুকু করব মাত্র, তার একটুকুও এদিক ওদিক হবে না। কি খুব ছোট কথা

কি খুব বড় কথা, কথা মাত্রেই সত্য সমান কইব, এবং সেই কথা মতই কাজ করব। যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনের ভাব এই রূপ হবে, তখন জান্‌বে, আমরা জাতীয় উন্নতির পথ পেয়েছি। দেখ ভাই, সত্যের উপরই জগৎসংসার প্রতিষ্ঠিত, সেই সত্য থেকে বিচলিত হয়েই আজ আমাদের এই দশা। সত্যের মর্য্যাদা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বুঝেছিলেন, তাই আমাদের গত ইতিহাস এমন গৌরবময়। তার পর ক্রমে মিথ্যাকে আশ্রয় কর্‌তে লাগ্‌লেম, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পতন হতে আরম্ভ হলো। এখন আমাদের এমন সময় এসে উপস্থিত হয়েছে, যে সত্য মিথ্যার ভেদ আমরা স্বীকার করতে পারি না, উভয়কেই তুল্যরূপে প্রয়োজনমত ব্যবহার করে থাকি! দ্বিতীয় কথা, ইংরেজি শিক্ষার প্রচার করা শিক্ষা মাত্রেই উপকারি বটে কিন্তু সময় ও পাত্র বিশেষে শিক্ষার তারতম্য হয়ে থাকে। এখন আমাদের ইংরেজ রাজা, আমরাও অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কথা শিখে ফেলতে চাই, বিশেষ ইংরেজি শিক্ষার প্রধান গুণ Equality প্রচার করা যেটীর আমাদের সমাজে এক্ষণে নিতান্ত অভাব। ঈশ্বরের রাজত্বে মানুষমাত্রেই সমান প্রভেদ কেবল মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তির কার্য্যকরী প্রভাব মাত্র। এ শিক্ষায় ভারতবাসীর এক্ষণে একান্ত প্রয়োজন। আর তৃতীয় কথা ভারত বাসীকে পরিশ্রমী হতে শিক্ষা দাও, সময়ের সদ্ব্যবহার করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। আহারের চিন্তার অভাব হইলেই যে যদৃচ্ছা সময়াতিবাহিত কর্‌তে হবে, তা নয়, যথা জ্ঞান এবং যথা বুদ্ধি সময়োপযোগী পরিশ্রম করাই মানব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। Congress করো Conference করো, Boycott করো, National Uuiversity করো এতে হুজুগ মাত্র হবে

কিন্তু real advancement হবে না। সত্যের ও শিক্ষার প্রচার করো, মানবমাত্রকেই পরিশ্রমী করো, তখন আমাদের সমাজবন্ধন দৃঢ় হবে,জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। এই তিনটীই জাতীয় বল আহরণের একমাত্র উপায়। যে সত্য কথা কইতে প্রস্তুত, পরের কাছ থেকে তার আর কিছু শেখ্‌বার প্রয়োজন করে না। যে জ্ঞান সংগ্রহ করে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করেছে, তারো আর কিছু শেখ্‌বার নাই ; সুতরাং তারা পরনির্ভরতা পরিত্যাগ করে, আত্মনির্ভর হতে শিখেছে। এই আত্মনির্ভরতা না শিখলে আমাদের জাতীয় উন্নতির আশাও নাই। (ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়া) এই যে আমি বুঁঝি আপনার অনেকটা সময় নিয়ে ফেলেছি ; আমার কিন্তু এখন ইতি হয়েছে, আপনি আপনার পালা আরম্ভ করুন।

ডাক্তার। (Supdtকে) I say Jacob, prisoner is ready now.

সুপা। I see all right. (ঘাতককে ইঙ্গিত করণ)

(ঘাতকের কৃষ্ণ বস্ত্র উত্তোলন ও ফাঁসী কাষ্ঠের প্রকাশ)

হুসেন। (কম্পিত স্বরে) তবে আমি এখন আসি মনোজ, এ তোমার মহাপ্রস্থান নহে, এ তোমার অক্ষয় কীর্ত্তির উদ্‌যাপন। তুমি ভাই এ মর জগতে অমর হয়ে থাকবে। সেলাম ভাই।

মনোজ। এস ভাই এস, বন্ধু ভাবে কত দিন কত কথা কয়েছি, সে সব কিছু মনে করো না।

[চক্ষে রুমাল দিয়া হুসেনের প্রস্থান।

ঘাতক। (মনোজকে) আপুনি এ দিকে আসেন।

মনোজ। এই যে (সিড়ি উঠিতে উঠিতে) সেখজি গিড়ি কাঁপে যে,

আমায় ভালয় ভালয় উপরে উঠতে দাও, নাববার সময় আমার ভাবনা আর কাকেও ভাবতে হবে না।

ঘাতক। এজ্ঞে তা ভয় কিছুই নেই, এই যে মুই কাছেই আছি।

মনোজ। বটে আমার অত হুঁস নেই।

স্থপা। All right (ইঙ্গিৎ)

(মনোজের গলায় দড়ী দিয়া ঘাতকের ঝুলাইয়া দেওন ও দড়ী ছিঁড়িয়া পতন)

স্থপা। What—what is this ?

ডাক্তার। Are you much hurt Babu আপনাকে কোথাও লেগেছে।

মনোজ। কোথাও না, কিন্তু ফাঁসী তো আবার যেতে হবে। কতবার ফাঁসী দেবে বাবা।

ডাক্তার। I say Dunbar I cant allow them to go on again with this process of killing him just now, why not shoot him dead rather than do it again, I would suggest to postpone the process for the day.

ম্যাজি। Yes yes I too was thinking of that, but then who comes there।

(বেগে রুমাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে মিঃ হিউমের প্রবেশ)

হিউম। What, have you hanged the man.

ম্যাজি। Yes, we hanged him, but he has escaped death rather miraculously, why what is the matter.

হিউম। Thanks here is my card. I have some thing important to disclose. I believe you are the Magistrate.

ম্যাজি। (কার্ড পড়িয়া) Yes your honour.

হিউম। You see Mr Magistrate I have seen this unfortunate accident through and through and I believe your Mr Rattan too saw it. This Babu had nothing to do with the stabbing, one of their own fellows did it, and I cant understand how could your Mr. Rattan fix such a crime on his shoulder. Any way I have been asked by the Government to open this case, and if necessary to take it before a Full Bench.

ম্যাজি। I have ample proof against the unscruplous character of Mr Rattan, so I suggest, if you like you can acquit this innocent Babu at this very place. I have now not the least doubt about his innocence and to drag on this case is simply unnecessary, especialy because Mr Rattan has been charged with a crime that might serve as an epillouge to this case and in course of which many interesting stories are sure to come out, that would conclusively prove his innocence.

হিউম। I thank you Mr Dunbar. I must act up to your suggestion. Prisoner Babu I much regret I

could not come in time to save you all these troubles, but after all I am glad to find that I have saved your neck from those cruel chords. I have seen the incident that implicated you in this case, and I know that it was not your hand that struck that fatal blow, infact you had nothing to do with the striking. Under the circumstances by virtue of the authority vested in me by the Governor General in Council I tender you the mercy of his Excellency and beg to direct that being acquitted you are now at your liberty.

(মনোজকে পরিবর্ত্তনার্থে বস্ত্রাদি দেওন)

মনোজ। I thank you very much not only becouse you give me my life but also because and what is more pleasing to me you have righted the English sense of Justice at last.

(বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন)

বাহিরের জনতা। বন্দে মাতরম্, জয় সত্যের জয়, বন্দে মাতরম্!

পট প্রক্ষেপ।

ক্রোড় অঙ্ক।

সপ্তম দৃশ্য

রাজ পথ।

(বিস্তর রাহী ও ছাত্রগণ, মনোজ ও মাড়োয়ারিদ্বয়)

ছাত্র। বন্দে মাতরম্, যথা সত্য তথা জয়, বন্দে মাতরম্।

প্র মাড়ো। আরে মুনিমজী এহি বাবু না উস দিন বড়া মদত দিয়া মুনিমজি দেখিয়ে।

দ্বি মাড়ো। হাঁ, হাঁ এহি বাবু তো রহবে করলে।

মনোজ। কি সেটজী চিন্তে পারেন।

প্র মাড়ো। আপ্কা বড়ি মেহেরবাণি। দেও মুনিমজী বাবু সাহেবকো ৫ হাজার রূপেয়াকা হুণ্ডী দেও। ইয়ে আপ্কা লিয়ে থোড়াই হায় বাবু সাহেব।

মনোজ। সেটজী আমি যে এই ফাঁসী থেকে ফিরে আসছি। কোথায় ছিলেন আপনারা এ সব খপর কি কিছুই পান নি নাকি?

প্র মাড়ো। হুঁ ফাঁসী হোনেকা হুকুম ভেইল রহল। দেও মুনিমজী ইনকো আউর ৫ হাজার রূপেয়া কা হুণ্ডী দেও। ঈশ্বর আপ কা ভাল করেগা।

ছাত্র। বন্দে মাতরম্।

পট পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি দূরে উদয়োন্মুখ সূর্য্য।

উপত্যকা ভূমি ও তদুপরি অপ্সরাগণ।

(গীত)

উষার ধূসর রাগে রঞ্জিত অম্বর কায়া।
তারি মাঝে জাগিতেছে ওই নব রবিচ্ছায়া॥
সত্যকে আশ্রয় করি, শ্রম যত্ন হৃদে ধরি,
এস হে ভারতবাসী হও অগ্রসর।
পুণ্যময় ঐক্য পাশে হৃদয় বাঁধি সাহসে
গৌরবের কর্ম্মক্ষেত্রে মাথি নবকর॥
উজ্জ্বল বিমানতল উজ্জ্বল এ নব বল
উজ্জ্বল কর রে সবে নব শিক্ষা বিতরিয়া
আবার উজ্জ্বল হবে এ ভারত তপন ছায়া॥

যবনিকা পতন।